গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন
নগর ভবন
প্রশাসন শাখা
gcc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

# গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ২য় পরিষদের ৩৩ তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী ঃ

| | | |
|---|---|---|
| সভাপতি | ঃ | জনাব আসাদুর রহমান কিরণ<br>মেয়র (ভারপ্রাপ্ত),<br>গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর। |
| সভার স্থান | ঃ | সম্মেলন কক্ষ, নগর ভবন, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। |
| সভার তারিখ | ঃ | ০৭.১২.২০২২ খ্রিঃ, রোজ বুধবার। |
| সভার সময় | ঃ | বেলা ১১:০০ ঘটিকা। |

*** পরিষদের সম্মানিত সদস্যদের উপস্থিতি তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'**
*** গৃহিত উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা পরিশিষ্ট 'খ'**

সভার প্রারম্ভে মেয়র মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট শুকরিয়া আদায় করেন। তিনি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শাহাদাত বরণকারী সকল সদস্যগণকে। স্মরণ করেন জাতীয় চার মহান নেতা শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম, শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ, শহীদ এম মনসুর আলী, শহীদ এইচ.এম কামরুজ্জামান এবং শহীদ আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম পি, শহীদ ময়েজ উদ্দিন আহম্মেদসহ মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন ও স্বাধীনতাযুদ্ধে যে সকল মা বোন সম্ভ্রম হারিয়েছেন। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সিটি কর্পোরেশন গাজীপুরবাসীর সেবার মান জনগণের দোর গোড়ায় পৌছে দেয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২য় বার সিটি কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত মেয়রের দায়িত্ব দেয়ায় মানবতার জননী দেশরত্ন সফল রাষ্ট্রনায়ক, বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা, মাননীয় স্থানীয় সরকার মন্ত্রী জনাব মো: তাজুল ইসলাম এম পি, মাননীয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আ ক ম মোজাম্মেল হক এম পি, মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মো: জাহিদ আহসান রাসেল এমপি, জনাব মেহের আফরোজ চুমকি এমপি, স্থানীয় সরকার, পরিকল্পনা এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এবং গাজীপুর মহানগরের পুনর্বার নির্বাচিত সভাপতি জনাব মো: আজমত উল্লাহ খান, সাধারণ সম্পাদক জনাব আতাউল্লাহ মন্ডলসহ গাজীপুর মহানগরের জনগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। সরকার কর্তৃক গাজীপুর সিটির উন্নয়নে ভারপ্রাপ্ত মেয়রের দায়িত্ব প্রদান করায় জনপ্রতিনিধি হিসাবে সুদীর্ঘ বৎসরের অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞা কাজে লাগিয়ে সকলের সার্বিক সহযোগিতায় সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন তথা নাগরিক সেবার লক্ষ্যে অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। সরকার ও কাউন্সিলরগণের সহযোগিতা নিয়ে চলমান কাজ গতিশীল করা এবং নতুন প্রকল্পের কাজ অব্যাহত রাখা হবে। সভাপতি সকল কাউন্সিলর, কর্মকর্তা কর্মচারী এবং জনগণের সহযোগিতা কামনা করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে স্মারক নং ৪৬.১৯.০০০০.০০৪.০৬.১৪৭.২১.৬০৮, তারিখ ঃ ৩০.১১.২০২২ খ্রিঃ এর আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

**আলোচ্যসূচী-০১ ঃ বিগত কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।**

| ক্র.নং | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী শাখা/বিভাগ |
|---|---|---|---|
| ০১. | সভায় সভাপতি মহোদয়ের অনুমোতিক্রমে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব এ এস এম সফিউল আজম বিগত ৩২তম কর্পোরেশন সভার কার্য বিবরণী সভায় পড়ে শুনান। | বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠান্তে কোন সংশোধনী ছাড়াই অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | সচিব গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন |

**আলোচ্যসূচী -০২ ঃ ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস ২০২২ পালন বিষয়ক আলোচনা :-**

| ক্র.নং | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী শাখা/বিভাগ |
|---|---|---|---|
| ০১. | প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সভায় উপস্থিত সকল সদস্যকে জানান যে, আগামী ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস। দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের নিমিত্ত স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জেলা প্রশাসক গাজীপুর কর্তৃক গৃহিত বিভিন্ন কর্মসূচী সভায় পড়ে শুনানো হয়।<br>সভাপতি মহোদয় জানান যে, শহীদ বুদ্ধিজীবি স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন এবং শহীদ বুদ্ধিজীবি স্মরণে সিটি কর্পোরেশনের অবস্থিত সকল মসজিদ ও ধর্মীয় উপাসনালয়ে বিশেষ দোয়া/ প্রার্থনা করার বিষয়ে আলোচনা ও বিভিন্ন কর্মসূচির প্রস্তাব করেন। | ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী এবং সরকারি কর্মসূচীর সাথে সমন্বয় রেখে ভাবগাম্ভির্যসহ পালনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | সচিব গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন |

| আলোচ্যসূচী -০৩ ঃ ১৬ ডিসেম্বর উদ্‌যাপন বিষয়ক আলোচনা :- | | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকা শাখা/বিভা |
|---|---|---|---|
| ক্র.নং | আলোচনা | | |
| ০১. | প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সভায় উপস্থিত সকল সদস্যকে জানান যে, ১৬ ডিসেম্বর ২০২২ মহান বিজয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের নিমিত্ত স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জেলা প্রশাসক গাজীপুর কর্তৃক গৃহিত বিভিন্ন কর্মসূচী সভায় পড়ে শুনানো হয় । সভাপতি মহোদয় জানান যে, এই বছর দিবসটি বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই বছরের মহান বিজয় দিবসটি জাঁকজমকপূর্ণভাবে ভাবগাম্ভির্যের সাথে পালনের প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। সরকারীভাবে গৃহিত সকল কর্মসূচীর<br>সাথে সমন্বয় রেখে সব কর্মসূচী পালন করা হবে এবং এবং ডিসেম্বর মাসে সুবিধাজনক তারিখে বঙ্গতাজ অডিটরিয়ামে গাজীপুর এর শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের সদস্যদেরকে সংবর্ধনা ও সম্মাননা প্রদান করা হবে। সভায় উপস্থিত কাউন্সিররগন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালনের প্রস্তাব করেন। এ বিষয়ে যাবতীয় খরচ সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব তহবিল হতে প্রদানের জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয়কে অনুরোধ করেন। এ বিষয়ে বিভিন্ন কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন।<br>মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে পতাকা লাগানো, নগর ভবন ও মেয়র মহোদয়ের কার্যালয় ও নগরের ৮টি অঞ্চলের কার্যালয়ে আলোকসজ্জা, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনার যাবতীয় খরচ ও এ সংক্রান্ত অন্যান্য প্রস্তাবিত খরচের অনুমোদনের প্রস্তাব করা হয়। | সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়:-<br>ক) ১৬ ডিসেম্বর ২০২২ মহান বিজয় দিবস সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী এবং সরকারি কর্মসূচীর সাথে সমন্বয় রেখে জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে পালনের লক্ষ্যে মহান বিজয় দিবস উদযাপন কমিটির মাধ্যমে সফল করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।<br>খ) ডিসেম্বর মাসে সুবিধাজনক তারিখে বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যগনকে সংবর্ধনা ও উপহার প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় এবং সংবর্ধনা ও বাস্তবায়ন কমিটির সার্বিক সহযোগিতায় গৃহিত কর্মসূচি সফল করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।<br><br>শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস ও মহান বিজয় দিবস এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা প্রদান যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন উপলক্ষে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।<br><br>**গৃহিত কর্মসূচি ঃ**<br><br>**তারিখ** \| **সময়** \| কর্মসূচি \| **স্থান**<br>১৪ ডিসেম্বর \| সকাল ৮.৩০ টা \| শহীদ বুদ্ধিজীবি স্মরণে শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ \| রাজবাড়ী মাঠ<br>বাদ জোহর/সুবিধ জনক সময়ে \| শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে সকল উপাসনালয়ে বিশেষ দোয়া/প্রার্থনা \| সিটি কর্পোরেশনে অবস্থিত সকল মসজিদ ও ধর্মীয় উপাসনালয়<br>১৫ ডিসেম্বর \| সন্ধ্যা ৬.০০ টা \| আলোকসজ্জা ও বর্ণিল পতাকা দ্বারা সজ্জিতকরণ \| নগর ভবনসহ সকল আঞ্চলিক কার্যালয়, বঙ্গতাজ অডিটোরিয়াম, জয়শ্রী চৌরঙ্গি ও রাজবাড়ী রোড<br>১৬ ডিসেম্বর \| সূর্যোদয়ের সাথে সাথে \| জাতীয় পতাকা উত্তোলন \| নগর ভবন, সকল আঞ্চলিক কার্যালয়, বঙ্গতাজ অডিটোরিয়াম ও সকল ওয়ার্ড কাউন্সিলর কার্যালয়<br>সূর্যোদয়ের সাথে সাথে \| শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ \| শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ (রাজবাড়ী মাঠ)<br>সকাল ৭.৩০ টা \| জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন \| জেলা প্রশাসন কার্যালয়<br>সকাল ১০.৩০ টা \| বিজয় দিবস উদ্‌যাপন র‍্যালি \| শহীদ বরকত স্টেডিয়াম থেকে বঙ্গতাজ অডিটোরিয়াম<br>বেলা ১১.০০ টা \| বিজয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল \| নগর ভবন ও আঞ্চলিক কার্যালয় (সকল)<br>সুবিধাজনক সময়ে \| শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের কবর জিয়ারত/সমাধি স্থানে পুষ্পস্তবক অর্পণ \| শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ<br>বাদ জুমা/সুবিধা জনক সময়ে \| দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি এবং শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার \| সিটি কর্পোরেশনে অবস্থিত সকল মসজিদ ও ধর্মীয় উপাসনালয় | সচিব<br>গাজীপুর সি কর্পোরেশন<br>ও<br>সংশ্লিষ্ট উপ-কমিটি |

| | | |
|---|---|---|
| | | মাগফেরাত কামনা করে দোয়া/প্রার্থনা | |
| ডিসেম্বর মাসে সুবিধাজনক তারিখ ও সময় | বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধে শহীদ পরিবারের সদস্যগণের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান | বঙ্গতাজ অডিটোরিয়াম |

অনুষ্ঠান ২টি সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়:

মহান বিজয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন উপলক্ষে মাননীয় মেয়র মহোদয়ের নির্দেশক্রমে নিম্নরুপভাবে উদ্‌যাপন কমিটি গঠন করা হ'ল। (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে)

**মহান বিজয় দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন কমিটি**

| ক্র: নং | নাম ও পদবী | কমিটির পদ |
|---|---|---|
| ১. | জনাব মো: আব্দুল হান্নান<br>সচিব, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | আহবায়ক |
| ২. | জনাব মোঃ আব্দুল আলীম মোল্লা<br>প্যানেল মেয়র-২, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | সদস্য |
| ৩. | জনাব মোঃ হাসান আজমল ভূইয়া<br>২৮ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | সদস্য |
| ৪. | জনাব দবির সরকার<br>৫ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | সদস্য |
| ৫. | জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন মোল্লা<br>৫৪ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | সদস্য |
| ৬. | জনাব মোহাম্মদ শাহীনুল আলম মৃধা<br>৩৯ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | সদস্য |
| ৭. | জনাব এবিএম এহছানুল মামুন<br>প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | সদস্য |
| ৮. | জনাব মো: আকবর হোসেন<br>অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চ:দা:), গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | সদস্য |
| ৯. | জনাব শরিফুল ইসলাম<br>প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা,গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | সদস্য |
| ১০. | জনাব মোহাম্মদ ফিরোজ আল মামুন<br>আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৫,গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | সদস্য |
| ১১. | জনাব মো: মজিবুর রহমান<br>তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চ:দা:), গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | সদস্য |
| ১২. | জনাব মোঃ লেহাজ উদ্দিন<br>নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল) (চ:দা:), গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | সদস্য |
| ১৩. | জনাব মো: ইব্রাহীম খলিল<br>নির্বাহী প্রকৌশল (বিদ্যুৎ) (চ:দা:), গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | সদস্য |

| | | |
|---|---|---|
| ১৪. | জনাব মো: আব্দুল হামিদ সরকার<br>বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা (চ:দা:), গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | সদস্য |
| ১৫. | জনাব মো: মাইদুল ইসলাম<br>সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) (চ:দা:), গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | সদস্য |
| ১৬. | জনাব মো: ফাইজুল হক খন্দকার<br>হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (চ:দা:), গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | সদস্য |
| ১৭. | জনাব হামিদা খাতুন<br>প্রশাসনিক কর্মকর্তা (চ:দা:), গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | সদস্য |
| ১৮. | জনাব মো: রেজাউল করিম<br>আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৪,গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | সদস্য<br>সচিব |

**সংবর্ধনা ও বাস্তবায়ন কমিটি**

| ক্র: নং | নাম ও পদবী | কমিটির পদ |
|---|---|---|
| ১. | জনাব মো: আব্দুল হান্নান<br>সচিব, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | আহবায়ক |
| ২. | জনাব মোসাঃ আয়েশা আক্তার<br>প্যানেল মেয়র-৩, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | সদস্য |
| ৩. | জনাব মোঃ আজিজুর রহমান<br>৪০ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | সদস্য |
| ৪. | জনাব মোঃ জাবেদ আলী<br>২৭ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | সদস্য |
| ৫. | জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া<br>২৯ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | সদস্য |
| ৬. | জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম<br>১৭ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | সদস্য |
| ৭. | জনাব খোরশেদ আলম সরকার<br>১৩ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | সদস্য |
| ৮. | জনাব কাজী আবু বকর সিদ্দিক<br>৫০ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | সদস্য |
| ৯. | জনাব মোঃ মকবুল হোসেন<br>৩১ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | সদস্য |
| ১০. | জনাব মীর মোঃ আসাদুজ্জামান<br>৬ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | সদস্য |
| ১১. | জনাব এবিএম এহছানুল মামুন<br>প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | সদস্য |
| ১২. | জনাব নমিতা দে<br>প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | সদস্য |
| ১৩. | জনাব মো: আকবর হোসেন<br>অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | সদস্য |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ১৪. | জনাব মো: রেজাউল করিম<br>আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৪,গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | সদস্য | |
| | | ১৫. | জনাব মোহাম্মদ ফিরোজ আল মামুন<br>আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৫,গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | সদস্য | |
| | | ১৬. | জনাব মো: সাইফুল ইসলাম<br>আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৬,গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | সদস্য | |
| | | ১৭. | জনাব মোঃ মনজুর হাসান<br>প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা , গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | সদস্য | |
| | | ১৮. | জনাব ডা: মোহাম্মদ রহমত উল্লাহ,<br>স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | সদস্য | |
| | | ১৯. | জনাব মোঃ লেহাজ উদ্দিন<br>নির্বাহী প্রকৌশল, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | সদস্য | |
| | | ২০. | জনাব মো: ইব্রাহীম খলিল<br>নির্বাহী প্রকৌশল (বিদ্যুৎ), গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | সদস্য | |
| | | ২১. | জনাব মো: মাইদুল ইসলাম<br>সহকারী প্রকৌশলী, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | সদস্য | |
| | | ২২. | জনাব মো: ফাইজুল হক খন্দকার<br>হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | সদস্য | |
| | | ২৩. | জনাব মো: মজিবুর রহমান<br>তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | সদস্য | |

| ক্র.নং | কাজের নাম | প্রাক্কলিত মূল্য |
|---|---|---|
| ১. | মহান বিজয় দিবস-২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গেইট, ব্যানার,ফেষ্টুন,ড্রপ-ডাউন ব্যানার, পুষ্পস্তবক, মিলাদ মাহফিল, খাবার পরিবেশনসহ যাবতীয় কার্যক্রম। | ৪,৫০,০০০/- |
| ২. | নগর ভবনসহ ০৮টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে লাইটিং করন দ্বারা সুসজ্জিত করন। | ৫,০০,০০০/- |
| ৩. | গাজীপুর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার রং করন দ্বারা সুসজ্জিত করন। | ১,০০,০০০/- |
| ৪. | ডিসি অফিস রোডে, নগর ভবনের সামনে, বঙ্গতাজ এর সামনের রাস্তা জাতীয় পতাকা দ্বারা সুসজ্জিত করণ। | ১,০০,০০০/- |
| ৫. | বীরমুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধে শহীদ পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা, সম্মাননা প্রদান ও আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথিদের ক্রেষ্ট প্রদান এবং অতিথিদের আপ্যায়ন খরচ। | ৪০,০০,০০০/- |
| ৬. | ১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে অঞ্চল-১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮ ও নগর ভবনসহ খাবার বিতরণ। | ৪,১০,০০০/- |

**আলোচ্যসূচী -০৪ ঃ প্রকৌশল বিভাগের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বিষয়ক আলোচনা**

**(ক) DPP সংক্রান্ত চলমান উন্নয়মূলক আলোচনা ঃ**

| ক্র.নং | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী শাখা/বিভাগ |
|---|---|---|---|
| ০১. | সভায় উপস্থিত অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলীগণ এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ বর্তমানে চলমান প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সভায় উপস্থাপন করেন। সভাপতি ডিপিপি, ADB ও অন্যান্য সংস্থার অর্থায়নে গৃহিত উন্নয়ন কাজ দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করতঃ নির্ধারিত বর্ধিত সময়ে তা সমাপ্ত করার জন্য প্রকৌশল বিভাগকে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।<br><br>সভাপতি মহোদয় জানান যে, নব-গঠিত গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ব্যাপক উন্নয়নের লক্ষ্যে মানবতার জননী দেশরত্ন সফল রাষ্ট্রনায়ক, বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা পর্যাপ্ত পরিমান অর্থ বরাদ্দ দিয়েছেন। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থে ইতোমধ্যে সিটি এলাকায় উন্নয়ন কাজ শুরু হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, উন্নয়ন কাজ চলমান থাকবে এবং নির্ধারিত সময়ে তা সমাপ্ত করতে হবে। রাস্তা | সভায় বর্ণিত বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে ডিপিপি, ADB ও অন্যান্য সংস্থার অর্থায়নে এবং নিজস্ব অর্থায়নে চলমান প্রকল্পের কাজ অব্যাহত রাখা এবং নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | প্রকৌশল বিভাগ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | সম্প্রসারনের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সরকারী নীতিমালা মানতে হবে। এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা করে বিধি অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়া হবে।<br><br>১) সভায় উপস্থিত প্রধান প্রকৌশলী সভাকে জানান যে, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের অধীনে বর্তমানে ৫টি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ এবং একটি টিএপিপি এর কাজ চলমান আছে। তিনি সভায় উপস্থিত প্রকল্প পরিচালকদের স্ব-স্ব প্রকল্পের অগ্রগতির প্রতিবেদন উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন।<br>(ক) "গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন (রাস্তা ও ড্রেন)" (ডিপিপি-৭০০.৬০) শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এর অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত জনাব মোঃ মজিবুর রহমান সভায় প্রকল্পের অগ্রগতির প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।<br>তিনি সভাকে জানান যে, প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত মোট ৫৮ টি প্যাকেজের কাজ চলমান আছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত মূল্য ৭০০.৬০ টাকা ইতোমধ্যেই ১৮ টি সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ৩৮টি প্রকল্প চলমান এবং ২টি প্রকল্প বাতিল করার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।<br>প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি পূর্ণ বাস্তবায়নের সাথে মেয়াদ আগামী জুন ২০২৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।<br><br>(খ) "গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ১-৫ নং জোনের রাস্তা, ড্রেন এবং ফুটপাত নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ মজিবুর রহমান তাঁর প্রকল্পের অগ্রগতির প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করেন।<br>তিনি সভাকে জানান যে, প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত মোট ৭২ টি প্যাকেজ মধ্যে ১৮টি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে, ২৫ টি প্যাকেজের কাজ প্রায় ৮৮% শেষ হয়েছে। অবশিষ্ট ২৯ টি কাজ চলমান, Over all অগ্রগতি ৭৫%। প্রকল্পের সমাপ্তির তারিখ নির্ধারিত আছে আগামী ৩০.০৬.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত।<br><br>গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নের লক্ষে গৃহিত প্রকল্প "গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ১নং হতে ৫নং জোনের রাস্তা, ড্রেন এবং ফুটপাত নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটির সর্বশেষ কাজের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছিল ৩০.০৬.২০২২ইং তারিখ পর্যন্ত। বিভিন্ন উপ প্রকল্পের সাইট সংক্রান্ত জটিলতা, প্রশস্তজনিত জটিলতা এবং বৈশ্বিক মহামারী নোবেল কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাসের প্রাদূর্ভাবে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক বিপর্যয়, সামাজিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে উন্নয়ন থমকে দাঁড়ায়। প্রতিটি ক্ষেত্রে স্থবিরতা দেখা দেয়। যার দরুণ বর্ধিত সময়ের মধ্যে উক্ত প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। সার্বিক বিষয়ের আলোকে স্থানীয় সরকার বিভাগে পুনরায় আগামী ৩০.০৬.২০২৩ইং তারিখ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি আবেদন করা হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগ যৌক্তিক কারণে আগামী ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করেন। সার্বিক অবস্থা বিবেচনা পূর্বক প্রকল্পটি গুনগত মান ঠিক রেখে বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্দেশিকার আলোকে কনসালটেন্ট এর মেয়াদ জুন ২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে নতুন কনসালটেন্ট নিয়োগ দেয়া হয়েছে।<br>প্রকল্প পরিচালক তাকে জানান যে, জেলা প্রশাসকের অফিস থেকে রাজদীঘি পর্যন্ত কোনো সঠিক Drawing/Design পাওয়া যায়নি। সুতরাং ঐ কাজটির পরিবর্তে জনস্বর্থে শিববাড়ী থেকে রাজবাড়ী হয়ে জোড়পুকুর পর্যন্ত রাস্তা বাস্তবায়ন করা যায়। | (ক) অনুমোদিত বর্ধিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সার্বিকভাবে সম্পন্ন করার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ জানিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় এবং যে সকল ঠিকাদারের কাজের গতি সন্তোষজনক নয় তাদের বিষয়ে চুক্তিপত্রের (পিপিআর) শর্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।<br>DPP- ৭০০.৬০প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মেয়াদ জুন ২০২৩পর্যন্ত বর্ধিত করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।<br><br>(খ) ১. যে সকল ঠিকাদারের কাজের গতি সন্তোষজনক নয় তাদের বিষয়ে চুক্তিপত্রের (পিপিআর-২০০৮) শর্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।<br><br>(খ) ২. শিববাড়ী থেকে রাজবাড়ী হয়ে জোড়পুকুর পর্যন্ত রাস্তাটি ভারী যানবাহন চলাচলের উপযোগী করে নির্মাণের জন্য DPP-1510 এর সংশ্লিষ্ট প্যাকেজটি Re-cast করে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | |
| | (গ) "গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন জোনের প্রধান সংযোগ রাস্তাগুলি প্রশস্ত করণসহ নর্দমা ও ফুটপাত নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আকবর হোসেন সভায় জানান যে, প্রকল্পটিতে মোট ০৯ টি রাস্তা ১৭ টি প্যাকেজ আছে। প্রকল্পটি প্রধান অঙ্গের মধ্যে ৯টি রাস্তার দুই পার্শ্বে মোট ৩৮'-০' প্রশস্থতায় প্রায় ৮১ কি.মি. রাস্তায় মোট ২৩৯.৭৮ একর জমি অধিগ্রহন করার জন্য ১৬৯৭.৬৪ কোটি টাকা এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ আরও ৫০০.০০ কোটি টাকা অনুমোদিত আছে। ৫০ কোটি টাকা ইউটিলিটি স্থানান্তর বাবদ ডিপিপি তে অনুমোদন আছে।<br><br>অন্যদিকে ৪টি প্যাকেজের টেন্ডার আহবানের যাবতীয় প্রক্রিয়া শেষ করে ঠিকাদারের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। অধিগ্রহন প্রক্রিয়া শেষ হলে কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হবে।<br><br>(ঘ) মেয়র মহোদয় সভাকে জানান যে, (Dpp-3828) Revised করে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে একটি কমিটি গঠন | (গ) প্রকল্পটির জমি অধিগ্রহনের বিষয়ে জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুততার সাথে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয়, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীকে অনুরোধ জানিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হলো এবং এ বিষয়ে জেলা প্রশাসকের অফিসের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগের জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট উপ-প্রকল্প পরিচালক জনাব রকিবুল হাসান রাসেলকে অনুরোধ জানিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | করা হয়েছে। উক্ত কমিটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করবে। অন্যদিকে প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম বিলম্বত হওয়ার কারণে প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল দীর্ঘায়িত হচ্ছে। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক অফিসে বারবার তাগিত দেওয়া হচ্ছে এবং জনবল দিয়েও সহযোগিতা করা হচ্ছে এর পরেও অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া আগাচ্ছে না। জেলা প্রশাসকের অফিস থেকে বলা হচ্ছে তাদের সার্ভেয়ার পর্যাপ্ত না থাকায় কাজের অগ্রগতি করা সম্বব হচ্ছে না। অন্যদিকে রাস্তার এলাইনমেন্ট বরাবর গাছের প্রাক্কলন করার জন্য বন বিভাগে পাঠানো হয়েছে কিন্তু বন বিভাগ দীর্ঘদিন যাবৎ কাজটি ফেলে রেখেছে।<br><br>মেয়র মহোদয় সভায় জানান যে, অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার প্রায় ৩ বৎসর অতিবাহিত হয়েছে এখন পর্যন্ত জেলা প্রশাসকের অফিস থেকে আমাদেরকে একটি রাস্তার জমিও বুঝিয়ে দেয়া হয়নি। এদিকে প্রকল্পের বর্ধিত সময় আর মাত্র ১ বছর ৫ মাস বাকি আছে। অন্যদিকে রাস্তাগুলো বাস্তবায়ন না করার কারণে এলাকার জনগণের চলাচলসহ শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালামাল পরিবহন করা খুবই ঝুকিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে।<br>এমতাবস্থায়, জনগুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলো বর্তমান প্রশস্ততার মধ্যেই বাস্তবায়ন করা যায়। পরবর্তীতে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শেষ হলে বর্ধিত অংশ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।<br>তিনি আরও জানান যে, নির্মাণ সামগ্রী মূল বৃদ্ধি পাওয়ায় চলমান কাজের অগ্রগতি থেমে গিয়েছে সুতরাং (DPP-3828) এর নতুন ভাবে টেন্ডার আহবানের জন্য প্রস্তুতকৃত উপপ্রকল্পগুলোর প্রাক্কলন সর্বশেষ Rate schedule এর রেইট অনুযায়ী প্রস্তুত করা যায়। Revised DPP এলজিডির কার্যশেষ Rate অনুযায়ী প্রাক্কলন করে মাননীয় সরকার বিভাগে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়।<br>(ঙ) প্রধান প্রকৌশলী ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী সভাকে জানান যে, ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জাপানি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থার (জাইকা) অর্থায়নে UDCGP নামক নতুন প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে। এ প্রকল্প শুরু হলে সিটি কর্পোরেশনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, অবকাঠামো উন্নয়ন সহ জরুরী প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। | (গ) (২) ডিপিপি তে অনুমোদিত উপ-প্রকল্পের মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা সংযোজন ও পরিবর্তন করে প্রকল্পগুলো রিভাইজ/রিকাষ্ট প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় এবং অবশিষ্ট প্যাকেজ টেন্ডার প্রক্রিয়া গ্রহণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।<br><br>(ঘ) ১. আলোচনা পর্যালোচনান্তে ডিপিপি ভুক্ত জনগুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলো সর্বশেষ Rate schedule এর Rate অনুযায়ী প্রাক্কলন প্রস্তুত পূর্বক বর্তমান প্রশস্ততায় টেন্ডার আহবানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শেষ হলে বর্ধিত অংশের কাজ বাস্তবায়নের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।<br>(ঘ) ২. গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন জোনের প্রধান সংযোগ রাস্তা গুলো প্রশস্তকরণ নর্দমা ও ফুটপাত নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের উপ-প্রকল্পগুলো সর্বশেষ Rate schedule এর Rate অনুযায়ী প্রক্কলন প্রস্তুত করার জন্য প্রকৌশল অনুরোধ বিভাগকে জানিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | |

আলোচ্যসূচী -০৫ ঃ রাজস্ব বিষয়ক আলোচনা

| ক্র.নং | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী শাখা/বিভাগ |
|---|---|---|---|
| ০১. | ক) সভাপতি সভাকে জানান যে, উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি হলো রাজস্ব আয়। রাজস্ব বিভাগের প্রতিটি শাখার রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য কর্মকর্তাদের আরো দায়িত্বশীল হতে হবে। সভাপতি মহোদয় সভাকে জানান যে, ইতো পূর্বেও প্রতিটি অঞ্চলের আঞ্চলিক কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কর্মসূচি গ্রহণ করে ট্রেড লাইসেন্স তাৎক্ষনিকভাবে প্রদানের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করা নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু রাজস্ব আদায় সন্তোষজনক হারে পৌছানো সম্ভব হয়নি। তিনি ট্যাক্সেশন রুলস অনুযায়ী রাজস্ব আয়ের গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে রাজস্ব বিভাগের কার্যক্রম জোরদার করার প্রস্তাব পুনর্ব্যক্ত করেন।<br>রিভিউ কার্যক্রম পুনরায় চালু করার জন্য সম্মানিত সদস্যগণ সভায় প্রস্তাব করেন। শিল্প ক্ষেত্রে কেস টু কেস রিভিউ করার আলোচনা হয়। আবাসিক হোল্ডিং রিভিউ করার বিষয়ে এবং পি ফরম ইস্যু করার জন্য স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে পুনরায় পত্র প্রেরণের জন্য প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানানো হয়। | সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়ঃ-<br>ক) রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদেরকে ট্যাক্সেশন রুলস অনুযায়ী রাজস্ব বিভাগের কার্যক্রম পরিচালনা ও রাজস্ব আদায় গতিশীল করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | রাজস্ব বিভাগ |

আলোচ্যসূচী- ০৬ ঃ স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা

| ক্র.নং | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী শাখা/বিভাগ |
|---|---|---|---|
| ০১. | ক) স্বাস্থ্য কর্মকর্তা সভাকে জানান যে, দেশব্যাপী জাতীয় প্রোগ্রাম গণটিকার আওতায় বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রসহ প্রতিটি ওয়ার্ডে একাধিক কেন্দ্রে উৎসবমুখর পরিবেশে সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য সেবা যথাযথভাবে প্রদানে স্বাস্থ্য কর্মীগণ সচেষ্ট আছেন এবং সফলভাবে এযাবৎ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়ে আসছে। কোথাও কোন বিরম্ভনা বা অপ্রিতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি।<br>মাননীয় মেয়র মহোদয় গাজীপুর জেলা ও সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আগামীতে জাতীয় প্রোগ্রামের আওতায় সকল ধরণের সেবা এবং টিকা ডোজ কর্মসূচী পূর্বের ন্যায় সফল ও সার্থক করার আশা পোষন করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে এ বিষয়ে যথাযথ সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ করা হয়। | (ক) সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে গণটিকা কর্মসূচী ও স্বাস্থ্যসেবা সফল করায় সকল স্বাস্থ্যকর্মীকে ধন্যবাদ এবং পরবর্তীতে ডোজ প্রদান ও স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষে পূর্বের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার দৃঢ়প্রত্যয় ব্যাক্ত করে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | স্বাস্থ্য বিভাগ। |

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এর ৮টি জোনের ৫৭টি ওয়ার্ডে কোভিড-১৯ গণটিকাদান কার্যক্রমের আওতায় গত ২৯-০৯-২০২২খ্রিঃ, ০১-০২ অক্টোবর ০৬ ও ০৮ অক্টোবর ২০২২ খ্রিঃ তারিখে ০৫দিনের নিম্নে উল্লিখিত পরিমান কোভিড-১৯ টিকা প্রদান করা হয়েছে।

১ম ডোজ দেয়া হয়েছে = ১১২৪৬ জন।
২ য় ডোজ টিকা দেয়া হয়েছে = ১১১৯৪ জন।
৩য় ডোজ টিকা দেয়া হয়েছে = ১০১৯৯৮ জন।
মোট ডোজ দেয়া হয়েছে = ১২৪৪৩৮ জন।

আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রজেক্ট-২য় পর্যায় এর আওতায় গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ০৮টি জোনে ০৩টি নগর মাতৃসদন এবং ০৭ টি নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রদত্ত অক্টোবর ২০২২ খ্রিঃ প্রদত্ত স্বাস্থ্য সেবা সমূহের মাসিক রিপোর্ট (সেপ্টেম্বর ২০২২খ্রিঃ)

| ক্র:নং | পিএ এনজিও'র নাম | মোট সেবার গ্রহিতা রোগীরসংখ্যা (জন) | সিজারিয়ান সেকশন সেবা গ্রহিতা রোগীর সংখ্যা (জন) | স্বাভাবিক প্রসব সেবা গ্রহিতা রোগীরসংখ্যা(জন) | বিনা মূল্যে প্রদত্ত সেবা গ্রহিতা রোগীর সংখ্যা(জন) |
|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | এফপিএবি, পিএ-০১ | ৫৬৬২ | ৩৮ | ৪১ | ১৫৮৯ |
| ০২ | ইউটিপিএস,পিএ-০২ | ৫২২৯ | ৩১ | ৩১ | ১৪৬০ |
| ০৩ | পিএসকেপি এন্ড পিপিএস, পিএ-০৩ | ৪০৫০ | ১২ | ১৪ | ২২৩৫ |
| | মোট = | ১৪৯৪১ | ৮১ জন | ৮৬ জন | ৫২৮৪ জন |

আলোচ্যসূচী -০৭ ঃ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আলোচনা

| ক্র.নং | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী শাখা/বিভাগ |
|---|---|---|---|
| ০১. | ক) গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হবে। ময়লা সংগ্রহকারীগণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত হারে বাড়ী/প্রতিষ্ঠান হতে ফি আদায় করতে পারবেন। বর্জ্য সংগ্রহকারীগণ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ময়লা সংগ্রহপূর্বক চূড়ান্ত ডাম্পিং পয়েন্টে অপসারণ করবেন। আসন্ন বিশ্ব ইজতেমা কার্যক্রম বিশেষ করে বর্জ্য অপসারণ, ড্রেন পরিষ্কার, মশক নিধন, ঔষধ স্প্রে করণ, ব্লিচিং পাওডার ছিটানো কার্যক্রম, ধুলাবালি থেকে আগত মুসল্লিদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, বিশ্ব ইজতেমা মাঠ পরিবেষ্ঠিত রাস্তা ঘাট পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। তজ্জন্য যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি তথা প্রয়োজনে সাময়িক সময়ের জন্য ভাড়া করার প্রস্তাব করা হয়।<br>সভাপতি মহোদয় সভাকে জানান যে, বিশ্বের ২য় বৃহত্তম মুসলিম জমায়েত বিশ্ব ইজতেমা সফল করা লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে যা যা করণীয় তা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করেন।<br>বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার লক্ষ্যে ১০০ বিঘা জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমসহ Canves Environmental Investment Co.Ltd. প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি অনিবার্য কারণ বসত এবং মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের কারণে সম্পাদন হয়নি।<br><br>খ) আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা জানান যে, শ্রমিক, ট্রাক ড্রাইভার, হেলপার এর সল্পতার মাঝেও ড্রেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। জনবলের অপ্রতুলতার কারণে সময়মত ময়লা আবর্জনা সাইট থেকে ডাম্পিং স্টেশনে না ফেলার কারণে কিছু কিছু স্থানে ড্রেনে ময়লা পরে যাচ্ছে। একদিকে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের সীমাবদ্ধতা অপরদিকে নতুন সিটি কর্পোরেশনের বাসিন্দাদের মাঝে রয়েছে অসচেতনতা। এছাড়া প্রচুর সংখ্যক গার্মেন্টস কর্মী রয়েছে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনে যারা অধিকাংশই যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলে।<br>তদুপরি সীমিত জনবল নিয়ে রুটিন করে কাউন্সিলরদের সহায়তা এবং পরামর্শে ড্রেন পরিষ্কার কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। প্রয়োজনীয় লজিষ্টিক সাপোর্ট ও যানবাহন বাড়ানোর জন্য সভায় প্রস্তাব করা হয়।<br>এ বিষয়ে মাননীয় সভাপতি বর্জ্য সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের সর্বাত্বক সহযোগিতা আশ্বাস প্রদান করেন।<br>এছাড়া প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা আরো জানান যে, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন পরিচ্ছন্নকর্মী পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কাজের জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল জরুরি ভিত্তিতে ক্রয় করা প্রয়োজন। | সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।<br>ক) বিশ্ব ইজতেমা ২০২৩ উপলক্ষে সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে জরুরি সেবাসমূহ গঠিত কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়নের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।<br><br>খ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে জনবল নিয়োগ, এসটিএস নির্মাণ ও স্থায়ী ডাম্পিং স্টেশন নির্মাণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।<br><br>গ) পরিচ্ছন্নতা কাজের স্বার্থে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শাখার চাহিদা মোতাবেক দ্রুত মালামাল ক্রয়ের প্রাক্কলন তৈরির সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | প্রকৌশল বিভাগ/বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ |

**৫৬ তম বিশ্ব ইজতেমা ২০২৩ এর ১ম পর্ব এবং ২য় পর্বের করণীয় বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিতঃ**

**আলোচ্যসূচি-০৮**

আলোচনা-০১ ঃ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বিশ্ব ইজতেমায় ১ম ও ২য় পর্বে গৃহিত যাবতীয় কার্যাদি বাস্তবায়ন ও তদারকির লক্ষ্যে বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সমন্বয় কমিটি গঠন করা হলো। উক্ত কমিটি বর্ণিত দায়িত্বসহ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নির্মিত কন্ট্রোল রুমের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দায়িত্ব পালন ও সার্বিক কর্মকান্ড মনিটরিং করবেন।

| ক্র: নং | কর্মকর্তাদের নাম | পদবি | কমিটির পদ |
|---|---|---|---|
| ১. | জনাব এ এস এম সফিউল আজম | প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন | আহবায়ক |
| ২. | সম্মানিত কাউন্সিলর, (সকল) অঞ্চল-০১ | কাউন্সিলর (সকল), অঞ্চল-০১, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন | সদস্য |
| ৩. | জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম | প্রধান প্রকৌশলী, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন | সদস্য |
| ৪. | জনাব মোঃ আব্দুল হান্নান | সচিব, গাজীপুর সিটি সিটি কর্পোরেশন | সদস্য |
| ৫. | এ বি এম এছানুল মামুন | প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন | সদস্য |
| ৬. | জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম | প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন | সদস্য |
| ৭. | জনাব মোঃ আকবর হোসেন | অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন | সদস্য |
| ৮. | আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল) | গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন | সদস্য |
| ৯. | জনাব মোঃ মজিবুর রহমান | তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন | সদস্য |
| ১০. | জনাব মোঃ মনজুর হাসান | প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন | সদস্য |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১১. | জনাব মোছাঃ শিরিন সুলতানা | প্রধান ভান্ডার ও ক্রয় কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন | সদস্য |
| ১২. | জনাব মোঃ রহমত উল্লাহ | স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন | সদস্য |
| ১৩. | জনাব মোঃ মইনুল ইসলাম | প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন | সদস্য |
| ১৪. | জনাব মোঃ হারুনূর রশীদ | নির্বাহী প্রকৌশলী, অঞ্চল-৬, গাজীপুর সিটি সিটি কর্পোরেশন | সদস্য |
| ১৫. | জনাব মোঃ লেহাজ উদ্দিন | নির্বাহী প্রকৌশলী, অঞ্চল-০৪, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন | সদস্য |
| ১৬. | জনাব মুঃ আশরাফ হোসেন | নির্বাহী প্রকৌশলী, অঞ্চল -০৫, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন | সদস্য |
| ১৭. | জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন | নির্বাহী প্রকৌশলী, অঞ্চল-৭, গাজীপুর সিটি সিটি কর্পোরেশন | সদস্য |
| ১৮. | জনাব সুদীপ বসাক | নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), গাজীপুর সিটি সিটি কর্পোরেশন | সদস্য |
| ১৯. | জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ সরকার | বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন | সদস্য |
| ২০. | জনাব মোঃ ইব্রাহীম খলিল | নির্বাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ), গাজীপুর সিটি সিটি কর্পোরেশন | সদস্য |
| ২১. | জনাম মোঃ আরিফ আহম্মেদ | নির্বাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ), গাজীপুর সিটি সিটি কর্পোরেশন | সদস্য |
| ২২. | জনাব মোঃ আবু হানিফ | নির্বাহী প্রকৌশলী, অঞ্চল-২, ৩ ও পানি, গাজীপুর সিটি সিটি কর্পোরেশন | সদস্য |
| ২৩. | জনাব মোঃ শামসুর রহমান | নির্বাহী প্রকৌশলী, অঞ্চল-৮, গাজীপুর সিটি সিটি কর্পোরেশন | সদস্য |
| ২৪. | জনাব রকিবুল হাসান রাসেল | নির্বাহী প্রকৌশলী, অঞ্চল-১, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন | সদস্য |
| ২৫. | জনাব মোঃ জাকির হোসেন | রাজস্ব কর্মকর্তা, অঞ্চল-১, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন | সদস্য |
| ২৬. | জনাব মোঃ এমরান সরকার | রাজস্ব কর্মকর্তা, অঞ্চল-৩, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন | সদস্য |
| ২৭. | জনাব মোঃ নুরুজ্জামান মৃধা | সম্পত্তি কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন | সদস্য |
| ২৮. | জনাব মোঃ মাইদুল ইসলাম | সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), অঞ্চল-৪, গাজীপুর সিটি সিটি কর্পোরেশন | সদস্য |
| ২৯. | জনাব কে এম জহুরুল আলম | আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, অঞ্চল-০১ | সদস্য সচিব |

উক্ত কমিটি বিশ্ব ইজতেমার ১ম ও ২য় পর্বে সিটি কর্পোরেশনের যাবতীয় কার্যাবলী তদারকি করে মেয়র মহোদয়ের নিকট রিপোর্ট দিবেন।

আলোচনা-০২ ঃ বিশ্ব ইজতেমা ২০২৩ দুই পর্বের প্রস্তুতিমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত কার্যাদি গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

| ক্র: নং | কাজের বিবরণ | আলোচনা | সিদ্ধান্ত |
|---|---|---|---|
| ০১. | বিশ্ব ইজতেমা ২০২৩ উপলক্ষে সকল কন্ট্রোল রুম নির্মাণ, ব্যানার তৈরি, টেলিফোন এবং হটলাইন সংযোগ স্থাপন করণ। | প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সভায় জানান যে, বিশ্ব ইজতেমা ২০২৩ সফলভাবে সম্পন্ন করার নিমিত্তে ইজতেমার মাঠে সকল সংস্থার কন্ট্রোল রুম যথাযথভাবে তৈরি করণ এবং দৃষ্টিনন্দন ডিজিটাল ব্যানার তৈরি করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। কন্ট্রোলরুমে ওজুর ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পানির লাইন সংযোগ দেয়ার প্রস্তাব করেন। অপরদিকে প্রয়োজন অনুযায়ী T&T, Land Phone সংযোগ দেয়ার প্রস্তাব করেন। | সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে কন্ট্রোল রুম নির্মান, পর্যাপ্ত পানির লাইন সংযোজন এর কাজ এল টি এম/আর এফ কিউ পদ্ধতিতে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় এবং গঠিত বাস্তবায়ন কমিটির তদারকির মাধ্যমে কাজটি সঠিকভাবে সম্পাদনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।<br><br>তাছাড়া প্রতিটি কন্ট্রোল রুমে ১টি করে T&T, Land Phone সংযোগ এবং ১টি হটলাইন দেয়ার জন্য আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-১ কে পত্র যোগাযোগ করার দায়িত্ব প্রদান করে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। |
| ০২. | ১৩ টি গেইট ও পুলিশের ১৫ টি এবং র‍্যাবের কক্ষ ৯টি মোট= ২৪ টি ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ। | প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সভায় জানান যে, বিশ্ব ইজতেমা ২০২৩ সফলভাবে সম্পন্ন করার নিমিত্তে ইজতেমার মাঠে নিরাপত্তার দায়িত্বরত বিভিন্ন সংস্থার পর্যাবেক্ষণের জন্য ২৬ টি ওয়াচ টাওয়ার এবং ১৩ টি গেইট নির্মাণ করা প্রয়োজন। স্থান নির্বাচন করে ওয়াচ টাওয়ার এবং গেইটসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করণ এবং তদারকি কমিটি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়। | সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে ওয়াচ টাওয়ার এবং গেইটসমূহ নির্বাচিত স্থানে দ্রুততম সময়ের মধ্যে এল টি এম/আর এফ কিউ পদ্ধতিতে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় এবং গঠিত বাস্তবায়ন কমিটির তদারকির মাধ্যমে কাজটি সঠিকভাবে সম্পাদনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। |
| ০৩. | বিশ্ব ইজতেমা মাঠ বালি ভরাট দ্বারা উন্নয়ন, কামারপাড়া রাস্তায় পাইপ ড্রেন পরিষ্কার, সড়ক ও জনপদ বিভাগের নির্মিত ড্রেনের সাথে সংযোগ স্থাপন, ইজতেমার মাঠের বিভিন্ন প্রবেশ দ্বারের রাস্তা মেরামত, কন্ট্রোল রুমের যাতায়াতের রাস্তা মেরামতসহ ইজতেমা | আসন্ন বিশ্ব ইজতেমা ২০২৩ সফল আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতার লক্ষ্যে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রতিবারের ন্যায় এবারও ইজতেমা মাঠে বালি ভরাট দ্বারা উন্নয়ন, কামারপাড়া রাস্তায় পাইপ ড্রেন পরিষ্কার, সড়ক ও জনপদ বিভাগের নির্মিত ড্রেনের সাথে সংযোগ স্থাপন, ইজতেমার মাঠের বিভিন্ন প্রবেশ দ্বারের রাস্তা মেরামত, | আলোচনা পর্যালোচনান্তে বর্ণিত কার্যক্রমের সম্ভাব্য ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত, সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে দরপত্র আহবান এবং গঠিত বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়নের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ | কন্ট্রোল রুমের যাতায়াতের রাস্তা মেরামতসহ ইজতেমা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করার লক্ষ্যে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। যে সকল কাজ প্রাক্কলন প্রস্তুত করে সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে করা সম্ভব তা দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়। আর যে কাজগুলো দরপত্র আহবান করা সম্ভব নয় সেগুলো বাস্তবায়ন কমিটির তদারকিতে করার প্রস্তাব করা হয়। | |
| ০৪. | বিশ্ব ইজতেমার মাঠে চট ক্রয় ও সরবরাহ করণ | বিশ্ব ইজতেমার মাঠে প্রয়োজন অনুযায়ী চট ক্রয় ও সরবরাহ করার জন্য সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ডিপিএম পদ্ধতিতে জরুরীভাবে ক্রয়ের প্রস্তাব করা হয়। | আলোচনান্তে বিশ্ব ইজতেমার মাঠে প্রয়োজন অনুযায়ী ডিপিএম পদ্ধতিতে চট ক্রয় করে গঠিত বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। |
| ০৫. | বিশ্ব ইজতেমার মাঠে ও বিভিন্ন রাস্তার গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে অস্থায়ী ডাস্টবিন স্থাপন এবং পলিথিন ব্যাগ সরবরাহ করণ | বিশ্ব ইজতেমার মাঠে ও বিভিন্ন রাস্তার গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে অস্থায়ী ডাস্টবিন স্থাপন করার প্রস্তাব করা হয়। তাছাড়া ইজতেমা ময়দানের ভিতরে বিভিন্ন তাবুতে, হোটেল রেস্তোরাসহ বিভিন্ন শপিং মলে প্রয়োজন অনুযায়ী পলিথিন ব্যাগ সরবরাহ করার জন্য সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আর এফ কিউ/ডিপিএম পদ্ধতিতে জরুরীভাবে ক্রয়ের প্রস্তাব করা হয়। | আলোচনান্তে বিশ্ব ইজতেমার মাঠে প্রয়োজন অনুযায়ী বর্ণিত কাজ আর এফ কিউ/ডিপিএম পদ্ধতিতে গঠিত বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে সম্পাদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। |
| ০৬. | কামারপাড়া ব্রীজের নিচে সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্মিত পন্টুন এর সাথে রাস্তার সংযোজন ও অন্যান্য কাজ। | বিশ্ব ইজতেমায় আগত ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের যাতায়াতের সুবিধার্তে কামারপাড়া ব্রীজ এর নিচে সেনাবাহিনী কর্তৃক তৈরিকৃত পন্টুন এর সাতে রাস্তার সংযোগ কাজ সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ করণ এবং বাঁশের বেড়াসহ অন্যান্য কাজ করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। | সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় স্থানে রাস্তার সংযোগহ কাজ ও বাঁশের বেড়া দ্বারা পন্টুনের দুই পার্শ্বের সংযোগ স্থল মজবুত করণ কাজ আর এফ কিউ পদ্ধতিতে গঠিত বস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে সম্পাদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। |
| ০৭. | অস্থায়ী টয়লেট নির্মাণ করণ | বিশ্ব ইজতেমা মাঠের আশে পাশে বিশেষ করে সকল কন্ট্রোল রুম, ওয়াচ টাওয়ার, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রসহ প্রয়োজনীয় স্থানে মোট ১৫০০টি অস্থায়ী টয়লেট নির্মাণ করার প্রস্তাব করা হয়। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তরের ৩২ টি কমপ্রেক্স ভবনে ৮,৮৪০টি স্থায়ী টয়লেট রয়েছে এগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার প্রস্তাব করা হয়। | সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে প্রয়োজনীয় স্থানে অস্থায়ী টয়লেট নির্মাণ এল টি এম/আর এফ কিউ পদ্ধতিতে নির্মাণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় এবং গঠিত বস্তবায়ন কমিটিকে সার্বক্ষণিক তদারকি করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।<br><br>জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তরের ৩২ টি কমপ্রেক্স ভবনে ৮,৮৪০টি স্থায়ী টয়লেট পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। |
| ০৮. | বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয় ও সংযোজন এবং বিদ্যুতায়ন কাজ | সিটি কর্পোরেশন থেকে প্রয়োজনীয় স্থানে LED বাল্ব স্থাপন করণ, কামারপাড়া রোডে এল ই ডি বাতি লাগানো/সংস্কার, টঙ্গী ব্রীজ হতে কলেজ গেইট, স্টেশন হতে নিমতলী রোড পর্যন্ত লাইটিং এর ব্যবস্থা করণ, সকল কন্ট্রোলরুমে বৈদ্যুতিক সংযোগসহ প্রয়োজন অনুযায়ী বৈদ্যুতিক লাইন ও বাতি সরবরাহ করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। | সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় স্থানে বৈদ্যুতিক লাইন সংযোগ, বাতি সরবরাহসহ অন্যান্য কাজ এল টি এম/আর এফ কিউ পদ্ধতিতে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় এবং গঠিত বাস্তবায়ন কমিটির তদারকির মাধ্যমে কাজটি সঠিকভাবে সম্পাদনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। |
| ০৯. | বর্জ্য অপসারণ, ব্লিচিং পাউডার ছিটানো ও মশার ঔষধ স্প্রে করণ। | বিশ্ব ইজতেমা শুরুর পূর্ব হতে ইজতেমার মাঠ পরিষ্কার করা, ইজতেমা চলাকালীন সময়ে মাঠের ভিতরে বর্জ্য পরিষ্কার করা, খিত্তার ভিতরে বিদেশী তাবুর নিকট গাড়ী পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা, গাড়ী চলাচলের রাস্তা মেরামত, চাহিদা মোতাবেক পরিচ্ছন্নকর্মী নিয়োজিত করণ, প্রয়োজনীয় ট্রাক, পে লোডার ও | বিস্তারিত আলোচনান্তে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্লিচিং পাউডার ও মশার ঔষধ ডিপিএম পদ্ধতিতে ক্রয় এবং ব্লিচিং পাউডার ছিটানো, মশার ঔষধ স্প্রে করার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বর্জ্য অপসারণের জন্য প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত ট্রাক, পে লোডার ও শ্রমিক নিযুক্ত করে যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | অন্যান্য যানবাহন সরবরাহ করণ, প্রয়োজনে ভাড়া গাড়ী নিযুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়া প্রয়োজনীয় স্থানে ব্লিচিং পাউডার ছিটানো ও মশার ঔষধ স্প্রে এবং প্রতি বছরের ন্যায় উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিকট থেকে মশক নিধনের ঔষধসহ ৪০ (চল্লিশ) টি ফগার মেশিন ও লোকবল প্রেরণের অনুরাধ জানানোর জন্য সভায় আলোচনা করা হয়। | করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়<br><br>এবং এ বিষয়ে গঠিত কমিটির তদারকিতে যাবতীয় কাজ সম্পাদনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। |
| ১০. | স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও ঔষধ ক্রয়। | গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক স্থাপিত স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র থেকে প্রতিবারের ন্যায় এবারো বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হবে। সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ঔষধ ক্রয় করার প্রস্তাব করা হয়। এছাড়া সিটি কর্পোরেশন ষ্টলসমূহে অন্যান্য সংস্থাগুলোর বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের বিষয়টি সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক মনিটরিং করার বিষয়ে আলোচনা হয়। | মুসল্লীদের মধ্যে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে ডিপিএম পদ্ধতিতে গঠিত বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে ঔষধ ক্রয়ের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। অন্যান্য সংস্থার স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র মনিটরিং করার জন্য নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৪ এবং অঞ্চল-৫ কে দায়িত্ব প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। |
| ১১. | পানি সংযোগ ও ব্যবস্থাপনা পাইপ লাইন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন করণ। | বিশ্ব ইজতেমা মাঠে মুসল্লিদের অজু, গোসলসহ দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য ১৩ টি পানি উত্তোলনের নলকূপ রয়েছে। নির্ধারিত হাউজে পানি সরবরাহের জন্য সর্বদা মটর প্রস্তুত রাখা, প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক মটর ক্রয় করে সমস্যার সমাধান করতে হবে। পানির লাইন মেরামত করে সর্বদা পানি সরবরাহের উপযোগী রাখার লক্ষ্যে উৎপাদক নলকূপ গুলো সার্বক্ষণিক সচল রাখার জন্য যা যা করণীয় তার ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। | বিস্তারিত আলোচনান্তে প্রয়োজন অনুযায়ী পাম্প মেরামত, পাইপ লাইন মেরামত, মটর ক্রয়সহ যাবতীয় কার্যাদি এল টি এম/আর এফ কিউ পদ্ধতিতে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় এবং গঠিত বাস্তবায়ন কমিটির তদারকির মাধ্যমে কাজটি সঠিকভাবে সম্পাদনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। |
| ১২. | ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প/স্টল বরাদ্ধ কমিটি। | প্রতিবারের ন্যায় এবারও বিশ্ব ইজতেমা সংলগ্ন মাঠে ফ্রি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র/স্টল বরাদ্ধ দেয়ার কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। বিভিন্ন সেবা সংস্থার আবেদনের ভিত্তিতে স্টল বরাদ্ধ দেয়া হয়। বরাদ্ধ প্রাপ্ত বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান মুসল্লীদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও ঔষধ প্রদান করে থাকে।নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের মাধ্যমে সরেজমিনে পরিদর্শন করে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ফ্রি চিকিৎসা এবং ঔষধের গুণগতমান, মেয়াদ উর্ত্তীণের বিষয়গুলো তদারকি করা হয়ে থাকে। মাঠের চারদিকে সেবা দেয়া হলে মুসল্লীরা বেশি সুবিধা পাবে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানগুলোকে চিকিৎসা দেয়ার বিষয়ে জবাবদিহিতার মধ্যে আনা দরকার মনে করে সভায় প্রস্তাব করা হয়। | বিস্তারিত আলোচনা পর্যালোচনান্তে স্টল বরাদ্ধের কার্যক্রম গঠিত কমিটির মাধ্যমে সম্পাদন করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।<br><br>যে সকল প্রতিষ্ঠান চিকিৎসার নামে স্টল বরাদ্ধ নিয়ে শুধু প্রচারণা করবেন, নামমাত্র সেবা প্রদান করবেন তাদেরকে চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব করা হয় এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্য হতে উন্নত ও দ্রুত সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে পরবর্তীতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন পত্র দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। |
| ১৩. | বিশ্ব ইজতেমা কন্ট্রোল রুমে আগত মেহমানদের আপ্যায়ন কার্যক্রম গ্রহণ। | বিশ্ব ইজতেমা সকল কন্ট্রোল রুমে আগত মেহমানদের আপ্যায়ন করা হয়ে থাকে। এবারও ব্যপকভাবে আপ্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন কন্ট্রোল রুম, গাজীপুর জেলা প্রশাসন কন্ট্রোল রুম, পুলিশ কন্ট্রোল রুম, র‍্যাব কন্ট্রোল রুম, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, সরকারি বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি ও অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোবাইল টিম, বিভিন্ন সাংবাদিক সংস্থার প্রতিনিধিসহ সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ইজতেমার সেবায় নিয়োজিত | বিস্তারিত আলোচনান্তে গঠিত আপ্যায়ন কমিটির মাধ্যমে দুই পর্বের ব্যয় নির্বাহ করে যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন পূর্বক ভাউচার দাখিল করতঃ অগ্রীম বিল সমন্বয় করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রতিদিন আপ্যায়ন করা হয়। আপ্যায়নের জন্য গঠিত কমিটির সদস্য সচিবের নামে চাহিদা অনুযায়ী অগ্রীম প্রদানের প্রস্তাব করা হয়। দুই পর্বের খরচের বিল ভাউচার সমন্বয় করে কমিটির মাধ্যমে আপ্যায়ন ব্যয় মিটানোর প্রস্তাব করা হয়। | |

**আলোচ্যসূচি ঃ ০২**

বিশ্ব ইজতেমা ২০২৩ উপলক্ষ্যে দুই পর্বের গৃহিত কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সভায় বিস্তারিত আলোচনা পর্যালোচনান্তে নিম্নরূপভাবে বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

| ক্র: নং | কাজের বিবরণ | বাস্তবায়ন কমিটির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নাম | আহবায়ক/সদস্য | মোবাইল নম্বর |
|---|---|---|---|---|
| ০১. | বিশ্ব ইজতেমা ২০২৩ উপলক্ষ্যে সকল কন্ট্রোল রুম নির্মাণ ও ব্যানার তৈরি করণ। | ১। জনাব কাজী আবু বকর সিদ্দিক, কাউন্সিলর ওয়ার্ড নং ৫০<br>২। জনাব মোঃ আবুল হাসেম, কাউন্সিলর ওয়ার্ড নং ৫৫<br>৩। জনাব মোছাঃ খাদিজা হেনা, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল),অঞ্চল-১<br>৪। জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল),অঞ্চল-১<br>৫। জনাব মোঃ আরিফুর রহমান, সহঃ প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা<br>৬। জনাব আমজাদ হোসেন, উপ সহকারী প্রকৌঃ (যান্ত্রিক), অঞ্চল-১<br>৭। জনাব জি.এম মহিবুল্লাহ, উপ-সহঃ প্রকৌলী (সিভিল) অঞ্চল-১<br>৮। জনাব ফরিদ মিয়া, কার্যসহকারী, অঞ্চল-১<br>৯। জনাব রকিবুল হাসান রাসেল, নির্বাহী প্রকৌশলী, অঞ্চল-১ | আহবায়ক<br>সদস্য<br>সদস্য<br>সদস্য<br>সদস্য<br>সদস্য<br>সদস্য<br>সদস্য<br>সদস্য সচিব | |
| ০২. | ১৩ টি গেইট ও পুলিশের ১৫ টি এবং র‍্যাবের কক্ষ ৯টি মোট= ২৪ টি ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ। | ১। জনাব মোঃ আব্দুল আলিম মোল্লা, প্যানেল মেয়র-২,কাউন্সিলর ওয়ার্ড নং ৫২<br>২। জনাব মোঃ নাছির উদ্দিন মোল্লা, কাউন্সিলর ওয়ার্ড নং ৫৪<br>৩। জনাব মোঃ আবুল হাসেম, কাউন্সিলর ওয়ার্ড নং ৫৫<br>৪। জনাব মোহাম্মদ আবু-হানিফ, নির্বাহী প্রকৌশলী, অঞ্চল-২,৩<br>৫। জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, সহঃ প্রকৌঃ (সিভিল) অঞ্চল-৩<br>৬। জনাব রাসেল শাহরিয়ার, সহঃ প্রকৌঃ (যান্ত্রিক), অঞ্চল-১<br>৭। জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), অঞ্চল-১<br>৮। জনাব জি.এম মহিবুল্লাহ, উপ-সহঃ প্রকৌঃ (সিভিল) অঞ্চল-১<br>৯। জনাব আল আমিন, অটোক্যাড ইঞ্জিনিয়ার, অঞ্চল-১<br>১০। জনাব আল আমিন, সার্ভেয়ার, অঞ্চল-৩<br>১১। জনাব মোঃ লেহাজ উদ্দিন, নির্বাহী প্রকৌশলী, অঞ্চল-৪ | আহবায়ক<br>সদস্য<br>সদস্য<br>সদস্য<br>সদস্য<br>সদস্য<br>সদস্য<br>সদস্য<br>সদস্য<br>সদস্য<br>সদস্য সচিব | |
| ০৩. | বিশ্ব ইজতেমা মাঠ বালি ভরাট দ্বারা উন্নয়ন, কামারপাড়া রাস্তায় পাইপ ড্রেন পরিষ্কার, সড়ক ও জনপদ বিভাগের নির্মিত ড্রেনের সাথে সংযোগ স্থাপন, ইজতেমার মাঠের বিভিন্ন প্রবেশ দ্বারের রাস্তা মেরামত, কন্ট্রোল রুমের যাতায়াতের রাস্তা মেরামতসহ ইজতেমা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ | ১। জনাব মোঃ আবুল হোসেন, কাউন্সিলর ওয়ার্ড নং ৫৬<br>২। জনাব মোঃ লেহাজ উদ্দিন, নির্বাহী প্রকৌশলী, অঞ্চল-১<br>৩। জনাব মোহাম্মদ আবু-হানিফ, নির্বাহী প্রকৌশলী, অঞ্চল-৩<br>৪। জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) অঞ্চল-১<br>৫। জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী, সহকারী প্রকৌশলী, অঞ্চল-৩<br>৬। জনাব মোঃ আরিফুর রহমান, সহঃ প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা<br>৭। জনাব আমজাদ হোসেন, উপ সহকারী প্রকৌঃ (যান্ত্রিক), অঞ্চল-১<br>৮। জনাব জি.এম মহিবুল্লাহ, উপ-সহঃ প্রকৌঃ (সিভিল) অঞ্চল-১<br>৯। জনাব রকিবুল হাসান রাসেল, নির্বাহী প্রকৌশলী, অঞ্চল-১ | আহবায়ক<br>সদস্য<br>সদস্য<br>সদস্য<br>সদস্য<br>সদস্য<br>সদস্য<br>সদস্য<br>সদস্য<br>সদস্য সচিব | |
| ০৪. | বিশ্ব ইজতেমার মাঠে চট ক্রয় ও সরবরাহ করণ | ১। জনাব মোঃ নাছির উদ্দিন মোল্লা, কাউন্সিলর ওয়ার্ড নং ৫৪<br>২। জনাব জনাব মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, কাউন্সিলর ওয়ার্ড নং ৪৬<br>৩। জনাব মোঃ লেহাজ উদ্দিন, নির্বাহী প্রকৌশলী, অঞ্চল-৪<br>৪। জনাব মোঃ ইব্রাহীম খলিল, নির্বাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) অঞ্চল-১,২,৩,৪<br>৫। জনাব রাসেল শাহরিয়ার, সহঃ প্রকৌঃ (যান্ত্রিক), অঞ্চল-১,৪<br>৬। জনাব মোঃ আরিফুর রহমান, সহঃ প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা<br>৭। জনাব খলিলুর রহমান, কার্যসহকারী, অঞ্চল-১<br>৮। জনাব আমজাদ হোসেন, উপ সহকারী প্রকৌঃ (যান্ত্রিক), অঞ্চল-১,৪<br>৯। জনাব আব্দুল মান্নান, উপ কর কর্মকর্তা, অঞ্চল-১<br>১০। জনাব মোহাম্মদ আবু-হানিফ, নির্বাহী প্রকৌশলী, অঞ্চল-২,৩ | আহবায়ক<br>সদস্য<br>সদস্য<br>সদস্য<br>সদস্য<br>সদস্য<br>সদস্য<br>সদস্য<br>সদস্য<br>সদস্য সচিব | |
| ০৫. | বিশ্ব ইজতেমার মাঠে ও বিভিন্ন রাস্তার গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে অস্থায়ী ডাস্টবিন স্থাপন এবং পলিথিন ব্যাগ সরবরাহ করণ | ১। জনাব ফারুক আহম্মেদ, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ৪৯<br>২। জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ৫১<br>৩। জনাব মদন চন্দ্র দাস, কঞ্জারভেন্সি পরিদর্শক, অঞ্চল-৪<br>৪। জনাব সোহরাব হোসেন, কঞ্জারভেন্সি সুপারভাইজার, অঞ্চল-৪<br>৫। জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম, কঞ্জারভেন্সি সুপারভাইজার, অঞ্চল-১<br>৬। জনাব মনির হোসেন, কঞ্জারভেন্সি সুপারভাইজার, অঞ্চল-৪<br>৭। জনাব মোঃ আরিফুর রহমান, সহঃ প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, অঞ্চল-১ | আহবায়ক<br>সদস্য<br>সদস্য<br>সদস্য<br>সদস্য<br>সদস্য<br>সদস্য সচিব | |
| ০৬. | কামারপাড়া ব্রীজের নিচে সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্মিত পল্টুন এর সাথে রাস্তার সংযোজন ও অন্যান্য কাজ। | ১। জনাব আব্দুল্লাহ আল-মামুন, কাউন্সিলর ওয়ার্ড নং ৩৫<br>২। মোঃ আবুল হোসেন, কাউন্সিলর ওয়ার্ড নং ৫৬<br>৩। জনাব মনিরুজ্জামান, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) অঞ্চল-৩<br>৪। জনাব রাসেল শাহরিয়ার,সহঃ প্রকৌঃ (যান্ত্রিক) অঞ্চল-৪ | আহবায়ক<br>সদস্য<br>সদস্য<br>সদস্য | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ৫। জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, অঞ্চল-১ | সদস্য |
| | | ৬। জনাব জি,এম মহিবুল্লাহ, প্রকৌশলী, অঞ্চল-১ | সদস্য |
| | | ৭। জনাব মোঃ শামীম মোল্লা, কার্যসহকারী, অঞ্চল-১ | সদস্য |
| | | ৮। জনাব মোছাঃ খাদিজা হেনা, সহকারী প্রকৌশলী, অঞ্চল-১ | সদস্য সচিব |
| ০৭. | অস্থায়ী টয়লেট নির্মাণ করণ | ১। জনাব মোঃ শাহ আলম রিপন, কাউন্সিলর ওয়ার্ড নং ৪৫ | আহবায়ক |
| | | ২। জনাব মোঃ আরিফুর রহমান, সহঃ প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, অঞ্চল-১ | সদস্য |
| | | ৩। জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন, উপ সহঃপ্রকৌশলী, অঞ্চল-১ | সদস্য |
| | | ৪। জনাব মোঃ রেজাউর করিম,উপ সহঃ প্রকৌশলী (সিভিল) | সদস্য |
| | | ৫। জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম জাহিদ, সার্ভেয়ার, অঞ্চল-৩ | সদস্য |
| | | ৬। জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, কার্য্যসহকারী, অঞ্চল-১ | সদস্য |
| | | ৭। জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল) | সদস্য সচিব |
| ০৮. | বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয় ও সংযোজন এবং বিদ্যুতায়ন কাজ | ১। জনাব মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, কাউন্সিলর ওয়ার্ড নং ৪৬ | আহবায়ক |
| | | ২। জনাব মুহাম্মদ আরিফ আহম্মেদ, নির্বাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ), অঞ্চল-৫,৬,৭,৮ | সদস্য |
| | | ৩। জনাব মোঃ তানভির আহমেদ উপ: সহ: প্রকৌশলী, অঞ্চল-০১ | সদস্য |
| | | ৪। জনাব আমিনুল হক, (বিদ্যুৎ) বাতি পরিদর্শক, অঞ্চল-০১ | সদস্য |
| | | ৫। জনাব কামাল উদ্দিন, (বিদ্যুৎ) বাতি পরিদর্শক, অঞ্চল-০১ | সদস্য |
| | | ৬। জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, বাতি পরিদর্শক, অঞ্চল-০১ | সদস্য |
| | | ৭। জনাব মোঃ ইব্রাহীম খলিল, নির্বাহী প্রকৌশলী বিদ্যুৎ, অঞ্চল-১,২,৩,৪ | সদস্য সচিব |
| ০৯. | বর্জ্য অপসারণ, ব্লিচিং পাউডার ছিটানো ও মশার ঔষধ স্প্রে করণ। | ১। জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন, কাউন্সিলর ওয়ার্ড নং ৫১ | আহবায়ক |
| | | ২। জনাব মদন চন্দ্র দাস, কঙ্গারভেঙ্গি পরিদর্শক | সদস্য |
| | | ৩। জনাব সোহরাব হোসেন, কঙ্গারভেঙ্গি সুপারভাইজার | সদস্য |
| | | ৪। জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম, কঙ্গারভেঙ্গি সুপারভাইজার | সদস্য |
| | | ৫। জনাব মনির হোসেন, কঙ্গারভেঙ্গি সুপারভাইজার | সদস্য |
| | | ৬। জনাব মোঃ সারোয়ার হোসেন, কঙ্গারভেঙ্গি সুপারভাইজার | সদস্য |
| | | ৭। জনাব মোঃ আরিফুর রহমান, সহঃ প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা | সদস্য সচিব |
| ১০. | স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও ঔষধ ক্রয়। | ১। জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম দুলাল, কাউন্সিলর ওয়ার্ড নং ৩৭ | আহবায়ক |
| | | ২। জনাব আয়শা আক্তার, প্যানেল মেয়র-৩, কাউন্সিলর ওয়ার্ড নং ২৮,২৯,৩০ | সদস্য |
| | | ৩। জনাব মলয় কুমার দাস, স্যানিটারী ইন্সপেক্টর, অঞ্চল-৪ | সদস্য |
| | | ৪। জনাব আরসাদ হোসেন, স্যানিটারী ইন্সপেক্টর, অঞ্চল-০১ | সদস্য |
| | | ৫। জনাব মোঃ আবুল ফায়েজ, কসাইখানা পরিদর্শক, অঞ্চল-৫ | সদস্য |
| | | ৬। জনাব খালেদা পারভিন, টিকাদান সুপারভাইজার,অঞ্চল-১ | সদস্য |
| | | ৭। জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম-১, ইপিআই সুপারভাইজার, অঞ্চল-১ | সদস্য |
| | | ৮। জনাব ডাঃ রহমত উল্লাহ, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, জিসিসি | সদস্য সচিব |
| ১১. | পানি সংযোগ ও ব্যবস্থাপনা পাইপ লাইন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন করণ। | ১। জনাব মোঃ মাজাহারুল ইসলাম, ওয়ার্ড নং ৪৪ | আহবায়ক |
| | | ২। সফি উদ্দিন সফি, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ৪৮ | সদস্য |
| | | ৩। জনাব মোঃ মাইদুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী, অঞ্চল-৪ | সদস্য |
| | | ৩। জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া, উপ সহকারী প্রকৌশলী (পানি) | সদস্য |
| | | ৪। জনাব মোঃ আবুল কাশেম, পাম্প অপারেটর | সদস্য |
| | | ৫। জনাব মোঃ আবুল বাশার, পাইপ লাইন ম্যাকনিক | সদস্য |
| | | ৬। জনাব মোঃ মামুন হোসেন, উপ সহকারী প্রকৌশলী (পানি) | সদস্য |
| | | ৭। জনাব মোঃ আবু হানিফ, নির্বাহী প্রকৌশলী (পানি) | সদস্য সচিব |
| ১২. | ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প/স্টল বরাদ্ধ কমিটি। | ১। জনাব গিয়াস উদ্দিন সরকার, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ৫৭ | আহবায়ক |
| | | ২। জনাব কাজী আবু বকর সিদ্দিক, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ৫০ | সদস্য |
| | | ৩। জনাব মোঃ নাজমুল হক, রাজস্ব কর্মকর্তা,অঞ্চল-০১ | সদস্য |
| | | ৪। জনাব মোঃ ফারুক আলম, সার্ভেয়ার, অঞ্চল-৭ ও ১ | সদস্য |
| | | ৫। জনাব আল আমিন, সার্ভেয়ার, অঞ্চল-৩ | সদস্য |
| | | ৬। জনাব মোঃ আব্দুল বাতেন, অফিস সহকারী, অঞ্চল-১ | সদস্য |
| | | ৭। জনাব জাহিদুল ইসলাম জাহিদ, সার্ভেয়ার, অঞ্চল-৩ | সদস্য |
| | | ৮। জনাব মোঃ আলম মিয়া, সার্ভেয়ার, অঞ্চল-১ | সদস্য |
| | | ৯। জনাব কে এম জহিরুল আলম, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-১ | সদস্য সচিব |
| ১৩. | বিশ্ব ইজতেমা কন্ট্রোল রুমে আগত মেহমানদের আপ্যায়ন কার্যক্রম গ্রহণ। | ১। জনাব মোঃ আবুল হাসেম, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ৫৫ | আহবায়ক |
| | | ২। জনাব মোঃ নাছির উদ্দিন মোল্লা, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ৫৪ | সদস্য |
| | | ৩। জনাব আবুল হোসেন, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ৫৬ | সদস্য |
| | | ৪। জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম নুরু, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ৪৬ | সদস্য |
| | | ৫। জনাব কে এম জহুরুল আলম, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-১ | সদস্য |
| | | ৬। জনাব মোঃ জাকির হোসেন, রাজস্ব কর্মকর্তা, অঞ্চল-১ | সদস্য |
| | | ৭। জনাব মোঃ নাজমুল হক, রাজস্ব কর্মকর্তা,অঞ্চল-১ | সদস্য |
| | | ৮। জনাব মোঃ এমরান আলী সরকার, রাজস্ব কর্মকর্তা, অঞ্চল-৩ | সদস্য |
| | | ৯। জনাব মোঃ আবুল কাশেম, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, অঞ্চল-১ | সদস্য |
| | | ১০।জনাব খন্দকার ফাইজুল হক, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, নগর ভবন | সদস্য |
| | | ১১। জনাব এম এম এইচ সুমন, লাইসেন্স কর্মকর্তা ,অঞ্চল-৩ | সদস্য |
| | | ১২। জনাব মোঃ আব্দুল বাতেন, অফিস সহকারী, অঞ্চল-১ | সদস্য |
| | | ১৩। জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, সহঃ প্রকৌশলী, অঞ্চল-৩ | সদস্য |
| | | ১৪। জনাব মোঃ মনজুর হাসান, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, | সদস্য সচিব |

আলোচ্যসূচি-০৩ঃ বিবিধ

| ক্র: নং | কাজের বিবরণ | আলোচনা | সিদ্ধান্ত |
|---|---|---|---|
| ০১. | বিশ্ব ইজতেমা ২০২৩ উপলক্ষ্যে সকল গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় পানি ছিটিয়ে ধুলাবালি থেকে আগত মুসল্লিদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা করণ | প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সভায় জানান যে, বিশ্ব ইজতেমা ২০২৩ সফলভাবে সম্পন্ন করার নিমিত্তে দুই পর্বে ১২-১৬ এবং ১৯-২৩ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিঃ তারিখে মোট ০৮ দিন বিশ্ব ইজতেমার মাঠে চারিদিকে প্রবেশ পথে এবং ভিআইপি রাস্তাসহ আশে পাশের সকল রাস্তায় পানি ছিটানোর বিষয়ে টঙ্গীস্থ ফায়ার সার্ভিস অফিস এবং উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিকট থেকে পানিবাহিত গাড়ী এবং চালক সরবরাহ করার জন্য সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে অঞ্চল-১ এর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাকে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়। | সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে দুই পর্বে ১২-১৬ এবং ১৯-২৩ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিঃ তারিখে মোট ০৮ দিন বিশ্ব ইজতেমার মাঠে চারিদিকে প্রবেশ পথে এবং ভিআইপি রাস্তাসহ আশে পাশের সকল রাস্তায় পানি ছিটানোর বিষয়ে টঙ্গীস্থ ফায়ার সার্ভিস অফিস এবং উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিকট থেকে পানিবাহিত গাড়ী এবং চালক সরবরাহ করার জন্য অঞ্চল-১ এর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। |
| ০২. | বিশ্ব ইজতেমার আশে পাশে ও ফুটপাতে বাজার না বসানো, হোটেলগুলোতে নিরাপদ খাবার পরিবেশন নিশ্চিতকরণ, বাজার মুল্য মনিটরিং করণ | বিশ্ব ইজতেমা ২০২৩ উপলক্ষ্যে ইজতেমার আশে পাশে রাস্তায় ও ফুটপাতে যাতে কোন অস্থায়ী বাজার বসতে না পারে এবং মুসল্লিদের যাতায়াতে কোন প্রকার বাধাপ্রাপ্ত না হয়। মুসল্লিদের যাতায়াতের জন্য সুব্যবস্থা রাখতে হবে। বিশ্ব ইজতেমায় আগত ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। | সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে বিশ্ব ইজতেমায় আগত ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের যাতায়াতের সুব্যবস্থাসহ এবং নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার নিশ্চিত করার জন্য সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। |
| ০৩. | বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষে ইজতেমা মাঠে সার্বক্ষণিক গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করণ | বিশ্ব ইজতেমা আগত মুসল্লীগণের/বিদেশী মেহমানদের রান্না-বান্নাসহ প্রয়োজনীয় কাজে পূর্বের ন্যায় এবারও বিশ্ব ইজতেমা শুরু হওয়ার পূর্বে বিনামূল্যে গ্যাস লাইনের সংযোগ প্রদান ও পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। | সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে বিশ্ব ইজতেমায় সার্বক্ষণিক পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করতে অঞ্চল-১ এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তার বরাবর পত্র প্রেরণের জন্য সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। |
| ০৪. | বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষে স্ব-স্ব কারখানা/প্রতিষ্ঠানের দেয়াল চুনকাম করাসহ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা নিশ্চিত করণ | অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষে স্ব-স্ব কারখানা/ প্রতিষ্ঠানের দেয়াল চুনকাম করে সৌন্দর্য বৃদ্ধি এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখা নিশ্চিত করতে হবে। | সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষে কারখানা/ প্রতিষ্ঠানের দেয়াল চুনকাম করে সৌন্দর্য বৃদ্ধি এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখা নিশ্চিত করতে অঞ্চল-১ এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তার বরাবর পত্র প্রেরণের জন্য সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। |
| ০৫. | বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষে বিশ্ব ইজতেমা ময়দানে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নির্মিত কন্ট্রোলরুমে পানীয়/ পাউরুটি/ চানাচুর/ড্রাইকেক সরবরাহ নিশ্চিত করণ | ইজতেমা শুরু হওয়ার পূর্বে বিশ্ব ইজতেমা মাঠে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নির্মিত কন্ট্রোলরুমে আগত মেহমানদের আপ্যায়নের জন্য ইজতেমা চলাকালীন সময়ে মানসম্মত উন্নতমানের পানীয়/পাউরুটি/ চানাচুর/ ড্রাইকেক সরবরাহ করা নিশ্চিত করতে হবে। | সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন প্রতি বছরের ন্যায় এবারও মানসম্মত উন্নতমানের পানীয়/পাউরুটি/চানাচুর/ড্রাইকেক সরবরাহ করা নিশ্চিত করতে, অঞ্চল-১ এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তার বরাবর অনুরোধ জানিয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। |
| ০৬. | বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষে ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষে কন্ট্রোলরুমে মুসল্লিগণের জন্য বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ নিশ্চিত করণ | বিশ্ব ইজতেমার মাঠে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নির্মিত কন্ট্রোলরুমে মুসল্লি এবং বিদেশী মেহমানদের স্বাস্থ্যসেবা ও আপ্যায়নের সুবিধার্থে জন্য ইজতেমা চলাকালীন সময়ে আপনার প্রতিষ্ঠান হতে বিশুদ্ধ খাবরর পানি সরবরাহ করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। | সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষে দেশ বিদেশ থেকে আগত ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের বিশুদ্ধ খাবার পানির সুব্যবস্থা করা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অঞ্চল-১ এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তার বরাবর অনুরোধ জানিয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। |
| ০৭. | বিশ্ব ইজতেমা ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষে "নবী হাউজ" ভবনটি ব্যবহারের জন্য নিশ্চিত করণ | বিশ্ব ইজতেমা ২০২৩ উপলক্ষে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশ ও জেলা প্রশাসক এর অস্থায়ী নিয়ন্ত্রণ কক্ষ নির্মাণে "নবী হাউজ" ভবনটি ১১/০১/২০২৩ হতে ২৩/০১/২০২৩ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত মোট ১৩ (তেরো) দিনের জন্য ব্যবহারের অনুমোতি প্রদানের লক্ষ্যে উক্ত হাউজের চেয়াম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক চেয়ে বরাবর পত্র প্রেরণ করার অনুরোধ জাননো হয়। | সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে বিশ্ব ইজতেমা ২০২৩ উপলক্ষে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশ ও জেলা প্রশাসক এর অস্থায়ী নিয়ন্ত্রণ কক্ষ নির্মাণে "নবী হাউজ" ভবনটি ব্যবহারের লক্ষ্যে অঞ্চল-১ এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। |
| ০৮. | বিশ্ব ইজতেমা মাঠের আশে পাশে এবং ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের যাতায়াতের রাস্তায় কোন প্রকার অশ্লীল ব্যানার বা ফেস্টুন বর্জন | বিশ্ব ইজতেমা ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষে আগত ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের যাতায়াতের রাস্তায় যেনো কোন প্রকার অশ্লীন ব্যানার বা ফেস্টুন না থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। | সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে বিশ্ব ইজতেমা ২০২৩ উপলক্ষে বিশ্ব ইজতেমা চলাকালীন ইজতেমার আশে পাশে ও ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের যাতায়াতের রাস্তায় যাতে কোন প্রকার অশ্লীল |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | করণ | | ব্যানার বা ফেস্টুন পরিহার করার জন্য সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। |

কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত ৫৬ তম বিশ্ব ইজতেমা ২০২৩ এর ১ম ও ২য় পর্বের করণীয় বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীতে উপস্থাপিত আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত নিয়ে কর্পোরেশন সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনান্তে বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষে সভায় গৃহিত সিদ্ধান্ত কর্পোরেশন সভায় সর্বসম্মতি ক্রমে অনুমোদন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

**আলোচ্যসূচী-০৯ ঃ বিবিধ বিষয়ক আলোচনা**

**বিবিধ ঃ ০১) সম্পত্তি বিষয়ক আলোচনা ঃ**

| আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী শাখা /বিভাগ |
|---|---|---|
| (ক) প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা সভাকে জানান যে, ১৪২১ বাংলা সনে চান্দনা চৌরাস্তা এবং ভোগড়া বাইপাস চৌরাস্তা থেকে ছেড়ে যাওয়া মিনিবাস, ট্রক, পিকআপ সমূহ ইজারা দেয়া হয়েছিল।<br>ইজারা দেয়ার পর পরবর্তীতে হাইকোর্ট মামলা নং ২৩৮৬, তারিখ-০৬/০৩/২০১৬খ্রিঃ মামালার আদেশে ইজারা স্থগিতকৃত স্ট্যাডটি হাইকোর্টে স্থগিত আদেশ থাকায় ইজারাদারকে বুঝিয়ে দেওয়া যায় নাই। তাই ইজারার জমাকৃত ৯,৩৭,৫০০/- (নয় লক্ষ সাতক্রিশ হাজার পাঁচশত) টাকা (আয়কর ও ভ্যাট সহ) থেকে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন করে অবশিষ্ট ৭,৫০,০০০/- ( সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ফেরৎ প্রদানের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। | ক) সভায় বিস্তারিত আলোচনা করে বাজারটির ইজারা প্রদান হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিত রাখার কারণে ইজারাদার কে বাজার বুঝিয়ে দেয়ার সম্ভব হয়নি বিদায় জমাকৃত ৯,৩৭,৫০০/- (নয় লক্ষ সাতক্রিশ হাজার পাঁচশত) টাকা (আয়কর ও ভ্যাট সহ) থেকে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন করে অবশিষ্ট ৭,৫০,০০০/- ( সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ফেরৎ প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | |
| খ) গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ১৪২৩ বাংলা সনে (ইংরেজী ২০১৬) ইজারাকৃত টঙ্গী বাজার গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া মহাল (পবিত্র ঈদ-উল- আযহা উপলক্ষে বিশ্ব ইজতেমা সংলগ্ন কামারপাড়া রাস্তা ও খালি জায়গাসহ) এর ইজারা প্রাপ্ত ঠিকাদার কাজী খোকা সর্বোচ্চ ডাককারী হিসাবে ৩,৭৮,৫৫,৩০০/- (তিন কোটি আটাত্তর লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার তিনশত) টাকা সিটি তহবিলে জমা দেন। কিন্তু সরকারী নিষেধাজ্ঞার কারণে বিশেষ করে রেল মন্ত্রণালয়, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, মন্ত্রী পরিষদ সচিবসহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যানজট নিরসনের বিষয়টি বিবেচনায় এনে হাট না বসানোর নির্দেশনা প্রদান করেন। ফলে উক্ত নির্দেশনার আলোকে ইজারাদারকে হাট বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি (কপি সংশ্লিষ্ট নথিতে সংরক্ষিত আছে)। ইজারাদার আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার বিষয়টি সিটি কর্পোরেশনকে অবহিত করে টাকা ফেরত চেয়ে আবেদন করেন। কিন্তু সরকারী নির্দেশনার অপেক্ষায় ইজারাদারকে টাকা ফেরত দেয়া হয়নি। ইজারাদার স্থানীয় সরকারী পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব তাজুল ইসলাম এমপি মহোদয়ের নিকট আবেদন করলে তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী মন্ত্রণালয় হতে ইজারার টাকা মওকুফ করার জন্য ইজারা নীতিমালার ৩.৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য গত ২২ মে ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.০৪.০৩০.০০৪.২০১৬.২০০ পত্র প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে পুনরায় ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.০৪.০৩০.০০৪. ২০১৬.২০০ এর মাধ্যমে তাগিদ পত্র প্রেরন করেন। এ বিষয়ে গত ০৭/০৮/২০২২খ্রিঃ তারিখে পরিষদের ৩১তম কর্পোরেশন সভায় বিস্তারিত আলোচনা পূর্বক তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন এবং নীতিমালা অনুসরণ করে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সে আলোকে হাট বাজার নীতিমালার ধারা ৩.৬ অনুসরণে ইজারাদার টোল আদায়ে বাধাপ্রাপ্ত হলে বিরতকালীন মোট ইজারামূল্যের আনুপাতিক হারে ইজারাদারকে অর্থ ফেরত প্রদান করা যায়বে। ইজারা চুক্তিমতে ১ বৎসরের জন্য ইজারা দেয়া হয়। সপ্তাহে রবিবার বাজার বসানো হত। সে হিসাবে উক্ত বাজারটি ৫২ সপ্তাহের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সম্পতি বিভাগের মতামতে দেখা যায় সরকারী নিষেধাজ্ঞার কারণে বাজার উচ্ছেদ করায় ২৯ সপ্তাহ ইজারাদার বাজারটি বসাতে পারেনি এবং টোল আদায় করতে পারেনি। ইজারাদার আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তার আবেদন মন্ত্রণালয়ের পত্র এবং হাট বাজার নীতিমালা অনুযায়ী ৫২ সপ্তাহের মধ্যে ২৯ সপ্তাহের ইজারার মূল্য ফেরত প্রদানের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। | খ) এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পর্যালোচনান্তে প্রাপ্ত আয় বন্টন সম্পর্কিত নীতিমালা ৩.৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ২৯ সপ্তাহের ইজারামূল্য মোট ১,৪২,৩৯,৭৮৩/- (এক কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ উনচল্লিশ হাজার সাতশত তিরাশি) টাকা ফেরত প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | |

ইজারামূল্যের বিবরণী নিম্নরুপ ঃ

| | | |
|---|---|---|
| ইজারারমূল্য ভ্যাট+আয়কর+জামানতসহ | | ৩,৭৮,৫৫,৩০০/ |
| (-) ৫% জামানত (জামানত প্রদান করা হয় নাই) | | ১৮,৯২,৭৬৫/ |
| ভ্যাট+আয়করসহ ইজারামূল্য | | ৩,৫৯,৬২,৫৩৫/ |
| (-) ১৫% ভ্যাট (৩,৫৯,৬২,৫৩৫×১৫%) | ৫৩,৯৪,৩৮০/ | |
| (-) ৫% আয়কর (৩,৫৯,৬২,৫৩৫×৫%) | ১৭,৯৮,১২৭/ | |
| (-) ৭ এল,আর ৫% (৩,৫৯,৬২,৫৩৫×৫%) | ১৭,৯৮,১২৭/ | |
| (-) মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ তহবিল ৪% (৩,৫৯,৬২,৫৩৫×৪%) | ১৪,৩৮,৫০১/ | ১,০৪,২৯,১৩৫/ |
| সকল কর্তনবাদে সিটি কর্পোরেশনের আয় | | ২,৫৫,৩৩,৪০০/ |
| (-) ৫২ সপ্তাহে ১ বছর সেই হিসাবে ১ সপ্তাহের আয় (২,৫৫,৩৩,৪০০ ÷ ৫২) | ৪,৯১,০২৭/ | |
| ইজারাদারের পাওনা (২৯×৪,৯১,০২৭) | | ১,৪২,৩৯,৭৮৩/ |
| নীট আয় = | | ১,১২,৯৩,৬১৭/- |

| | | সম্পত্তি বিভাগ |
|---|---|---|

**বিবিধ ঃ ২) বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আলোচনা ঃ**

| আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী শাখা/বিভাগ |
|---|---|---|
| ক) সভায় উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনান্তে সভাকে জানান যে, উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন উপ-প্রকল্পে ৩০-৪০ ফিট রাস্তা প্রশস্থ করণে নানরকম বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। ভাংচুর ও উচ্ছেদ অভিযানে কিছু কিছু স্থানে প্রবল বাধার সন্মুখিন হওয়ায় ৪০ ফিট রাস্তা ক্লিয়ার করা যাচ্ছে না। রাস্তার উন্নয়ন কাজে বাধা নিরসনে কাউন্সিলরগণ মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন। এখানে কাউন্সিলরদের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত নেই। তাই হয়রানিমূলক মামলা মোকদ্দমা হলে আইনী সহায়তা প্রদানের অনুরোধ করা হয়।<br><br>সভায় উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরবৃন্দ নিজ নিজ ওয়ার্ডের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সমস্যা তুলে ধরেন। এলাকায় বিদ্যমান ড্রেনগুলো পরিষ্কার করণ এবং ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তাগুলো জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের প্রস্তাব করেন। কিছু কিছু এলাকায় ড্রেনের উপর স্লাব নির্মানের প্রস্তাব করা হয়। রাস্তায় লাইটিং করার প্রস্তাব করা হয়। যে সকল এলাকায় ঠিকাদারগণ কাজ ফেলে রেখেছেন তা দ্রুত বাস্তবায়ন করার আহবান জানানো হয়। তাছাড়া ঠিকাদারগণ ড্রেনের কাজ শেষে সঠিকভাবে ড্রেন পরিষ্কার না করায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে। চুড়ান্ত বিল প্রদানের পূর্বে যথাযথভাবে ড্রেন পরিষ্কার করে নেয়ার জন্য প্রকৌশল বিভাগকে ব্যবস্থা গ্রহনের প্রস্তাব করা হয়। রাস্তার উন্নয়ন করতে গিয়ে বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক মামলা করেন। এখানে কোন ব্যক্তি স্বার্থ নেই, জনস্বার্থে কাউন্সিলরগণ জনগণের পাশে দাড়ায় উন্নয়ন কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। তাই হয়রানিমূলক মামলা থেকে অব্যাহতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও আইনি সহায়তা প্রদানের প্রস্তাব করেন।<br><br>৫০ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর কাজী আবু বকর সিদ্দিক, ৫১ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোঃ আমজাদ হোসেন, ২৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব জাবেদ আলী, ৪৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব সাদেক আলী, ৪৯নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব ফারুক আহম্মেদ, ৩৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম দুলাল, ৩২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, ১৯নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ তানভীর আহম্মেদ, ৪২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ আব্দুল সালাম, ৫৪নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন মোল্লা, ১৮নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব আব্দুল কাদির মোল্লা, সংরক্ষিত আসন- ৪ (১০,১১,১২ ওয়ার্ড) এর কাউন্সিলর জনাব তাসলিমা নাসরিন, সংরক্ষিত আসন-১৪ (৪০,৪১,৪২ ওয়ার্ড) এর কাউন্সিলর জনাব মোছাঃ জ্যোৎস্না বেগম, সংরক্ষিত আসন-১২ ( ৩৪,৩৫,৩৬ ওয়ার্ড) এর কাউন্সিলর জনাব মোছাঃ পুষ্প বেগম, সংরক্ষিত আসন-৩ (৭,৮,৯ ওয়ার্ড) এর কাউন্সিলর জনাব বেনু বারেক, সংরক্ষিত আসন-১ (১,২,৩ ওয়ার্ড) এর কাউন্সিলর জনাব নাজনিন আক্তার, সংরক্ষিত আসন ১০ (২৮,২৯ ৩০ ওয়ার্ড) এর কাউন্সিলর জনাব আয়শা আক্তার সহ সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ তাঁদের নিজ নিজ ওয়ার্ডের উন্নয়নমূলক আলোচনা, প্রস্তাব, সমস্যা সমাধানের উপায় ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উপস্থাপন করেন এবং নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধির জোরদাবি জানান।<br><br>৫৪ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন মোল্লা জানান যে, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের সাংঘঠনিক কাঠামোতে ওয়ার্ড সচিব, সহকারী সচিব এবং সচিব পদ যে নামেই মন্ত্রণালয় পদবী আখ্যায়িত করুন না কেনো ৭৮টি পদ কাঠামোতে অর্ন্তভুক্তির জোরদাবি | সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।<br><br>ক (১) উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল প্রস্তাবনা নিয়মনীতি অনুসরণ করে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করার সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | প্রকৌশল বিভাগ/প্রশাসন বিভাগ/ আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল) |

জানান।

২৭ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ জাবেদ আলী বলেন আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে নিজস্ব তহবিলের আওতায় যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কর্পোরেশন সভায় অনুমোদন হচ্ছে তা দ্রুত টেন্ডার আহবানের মাধ্যমে বাস্তবে রূপদান করার জোরদাবি জানান।

৩৯ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব শাহিনুল আলম মৃধা বলেন তাঁর ওয়ার্ডে সুকুন্দিবাগ ব্রীজ থেকে মাঝুখান এবং আক্কাস মার্কেট সংযোগ রাস্তাসহ মোট ৫ কিঃ মিঃ রাস্তা প্রায় সম্পন্নের পথে। সামান্য ৩০০ ফিট রাস্তা সুকুন্দিবাগ ব্রীজের পার্শ্বে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে নির্মাণ কাজ স্থগিত হয়ে আছে। এই স্থানে সরকারী হালট রয়েছে। যৌথ জরীপ করে রাস্তার দাড় উন্মুক্ত করার জন্য জেলা প্রশাসক মহোদয়ের হস্তক্ষেপ ও সহযোগিতা কামনা করেন। কিন্তু অদ্যবধি সুকুন্দিবাগ ব্রীজ সংলগ্ন রাস্তার প্রবেশ পথ ৩০০ ফিট মাত্র উন্মুক্ত হয়নি বিধায় বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না।

ক) সভাপতি সভাকে জনান যে, প্রতিটি সভার তথ্য সংগ্রহ করে সকল অঞ্চলের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ তা সংরক্ষণ করবেন এবং নির্দেশনা অনুযায়ী কর্মতৎপরতা বাড়িয়ে প্রতিদিনের অগ্রগতি উর্ধতন কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন। আইনগত বিষয়গুলো দেখেশুনে ব্যবস্থা নেয়া হবে। আমরা সম্মিলিতভাবে কাজ করে সিটি কর্পোরেশনকে উন্নত ভাবে সাজাতে চাই। সকলের সার্বিক সহযোগিত চাই।

খ) নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধি, রাজস্ব আদায়, দ্রুতগতিতে অনাপত্তি ও রোড কাটিং অনুমোদন প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে জোরালো আলোচনা পূর্বক জোন পর্যায়ে আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণ পর্যায়ক্রমে সভা করে কোন অনিয়ম, দূর্নীতি, কাজে গাফিলতি থাকলে তা দূর করে রাজস্ব আয়ের গতি বৃদ্ধি করতে পরামর্শ প্রদান করেন। কিছু কিছু সমস্যা অঞ্চল পর্যায়ে বোর্ড সভা করেই সমাধান করা যেতে পারে। ক্যাশ বহি, জমা রেজিষ্টার, আদায় রেজিষ্টার, বিবিদ আদায় রশিদ বহি, কর আদায় রশিদ বহি ইত্যাদি আবশ্যিকভাবে আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণ তদারকি করবেন (প্রতিমাসে চেকিং)। রাজস্ব তহবিলের আওতায় গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৪০-৫০ টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণের জন্য স্থান নির্ধারণ এবং প্রাক্কলন প্রস্তুতের প্রস্তাব করা হয়। বিষয়টি খুবই সেনসেটিভ বিধায় মাননীয় সভাপতি সহ সকল সদস্যগণ প্রস্তাবের সাথে একমত পোষন করেন। সভাপতি এ বিষয়ে প্রয়োজনবোধে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে যোগাযোগ করে অভিজ্ঞতা নেয়ার পরামর্শ দেন।

খ) অনিয়ম দূরকরণ এবং সচ্চতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে জোন ভিত্তিক ক্যাশ বহি, জমা রেজিষ্টার, আদায় রেজিষ্টার, বিবিদ আদায় রশিদ বহি, কর আদায় রশিদ বহি ইত্যাদি প্রতি মাসে নিরীক্ষা করার সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

গ) ৫৪ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব নাছির উদ্দিন মোল্লা সভাকে জানান যে, আউচপাড়া নিবাসী মরহুম মজিবুর রহমান এলাকায় দীর্ঘ বৎসর যাবত স্থায়ীভাবে বসবাস করে আসছেন। তিনি একজন সুনামধন্য ব্যক্তি এবং অনেক সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত ছিলেন। আউচপাড়া সালামত মোল্লা রোড মোক্তার বাড়ী রোড সংযোগ রাস্তাটিতে মরহুরেম প্রায় ৫.৫০ শতাংশ জমি জনসাধারণের চলাচলের জন্য প্রদান করে। মরহুমের ছেলে এডভোকেট শওকত আলী উক্ত সংযোগ রাস্তাটি তার পিতার নামে অর্থাৎ " **মজিবুর রহমান রোড** " নাম করণ করার অনুরোধ জানিয়ে আবেদন করেন। তৎপেক্ষিতে সভায় উক্ত নামে রাস্তার নামকরণ করার প্রস্তাব করা হয়।

গ) এ বিষয়ে আলোচনান্তে মরহুমের সামাজিক অবদানের কথা স্মরণীয় করে রাখার জন্য **"মজিবুর রহমান রোড"** নামকরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

ঘ) সভাপতি সভাকে জানান যে, ডাম্পিং স্টেশন, এসটিএস নির্মাণ, বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, বাস/ট্রাক স্ট্যান্ড নির্মাণ, মাস্টার প্ল্যান প্রনয়ন, সিটি কর্পোরেশনের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য বিউটিফিকেশন প্রকল্প বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন সম্ভব হলে সিটি কর্পোরেশন তার আপন মহিমায় নগরবাসীকে একটি নান্দনিক সৌন্দর্য খচিত বাসযোগ্য নগর উপহার দিবে ইনশাআল্লাহ্।

ঙ) মাননীয় মেয়র মহোদয় মাস্টার প্লান প্রণয়ন সম্পর্কে বলেন যে ডুয়েটের বিশেষজ্ঞ সহ বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ দারা টিম গঠন করে চ্যালেঞ্জের মূখে নবউদ্যোমে কার্যক্রম চলছে। ইতোমধ্যে বেঞ্চমার্ক কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

জাইকা এর আর্থিক সহায়তায় সিটি কর্পোরেশনে নতুন প্রকল্প খুব শ্রীঘ্রই শুরু হতে যাচ্ছে। ফিজিবিলিটি ষ্টাডি করার সময় সকলের সর্বাত্বক সহযোগিতা কামনা করেন।

রাজস্ব আয় আরো বাড়ানোর নির্দেশ প্রদান করেন। রিভিউ প্রক্রিয়া ট্যাক্সেশন রোলস অনুযায়ী দ্রুত সম্পাদন করে কর দাতাদের উৎসাহিত করণ এবং এ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আরো দায়িত্বশীলতার সাথে কর্মসম্পাদনের দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। পূর্ববর্তী মেয়রের আমলে যেখানে নিজস্ব আয়ের তহবিলে কোনো স্থিতি ছিলো না সেখানে বর্তমান সময়ে রাজস্ব তহবিলে প্রায় ১২০ কোটি টাকা ব্যালেন্স আছে। অযাচিত ব্যয় হ্রাস করার ফলে এই স্থিতি অর্জন সম্ভব হয়েছে। সততা ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার ফলে এই

| | | |
|---|---|---|
| অর্জনে পরিষদ সভায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। পূর্বে ঠিকাদারদের বকেয়া স্থগিতকৃত ৩ বৎসরের বিল ইতোমধ্যে পরিশোধ করা সম্ভব হয়েছে। ২৩৫ জন পরিচ্ছন্নকর্মী দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে। অঞ্চল ভিত্তিক শ্রমিক বিভাজন করা হচ্ছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে অটোমেশন প্রক্রিয়া খুব শীঘ্রই শুরু হতে যাচ্ছে। কাজের গতিবৃদ্ধি, সঠিক ভাবে কাজ করা নগারিকদের সর্বাত্নক সেবা প্রদান বিশেষ করে সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনাপূর্বক সকল নিয়মনীতি অনুসরণ করে নাগরিক সেবার মান সুনিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের সাংগঠনিক কাঠামো সচিব কমিটির সভায় অনুমোদন হয়েছে। এখন আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং প্রক্রিয়ায় আছে। দ্রুত সাংগনিক কাঠামো অনুমোদন করায় পরিষদের সভায় উপস্থিত সকল সদস্য মানবতার জননী দেশরত্ন সফল রাষ্ট্রনায়ক, বঙ্গবন্ধু কণ্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কে ধন্যবাদ জানান। কেবিনেট সেক্রেটারী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ জানান সর্বোপরি বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ জানানো হয়। | | |

**বিবিধ ঃ ৩) জয়দেবপুর খাদ্য গুদাম সংক্রান্ত আলোচনা ঃ**

| আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নে |
|---|---|---|
| ক) প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন জয়দেবপুর খাদ্য গুদামের নাম বীর মুক্তিযোদ্ধা আ. ক. ম মোজাম্মেল হক এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এঁর নাম অনুসারে **"বীর মুক্তিযোদ্ধা আ. ক. ম মোজাম্মেল হক জয়দেবপুর খাদ্য গুদাম"** নাম করনের প্রস্তাব করা হয়।<br>সভায় জানানো হয় জয়দেবপুর খাদ্য গুদামটি এটি পুরাতন স্থাপনা। বাংলাদের স্বাধীনতার সময় গাজীপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক হিসাবে তিনি অকুতভয় সৈনিক হিসাবে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ ৭ই মার্চ এর ভাষণে অনুপ্রাণীত হয়ে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালের ১ শে মার্চ গাজীপুরের সর্বপ্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধে প্রতিরোধ কমিটির আহবায়ক হিসাবে নের্তৃত্ব দেন। মাননীয় মেয়র (ভারপ্রাপ্ত) এই মহান ব্যক্তির নামে জয়দেবপুর খাদ্য গুদামের নাম করণের বিষয়ে অগ্নিঝরা ও গৌরবগাঁথা স্মৃতিময় আলোচনা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। সভায় সম্মানিত সদস্যগণ স্বতস্ফুর্তভাবে একবাক্যে গুদামের নাম করণের প্রস্তাব সমর্থণ করেণ। | সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন জয়দেবপুর খাদ্য গুদামের নাম বীর মুক্তিযোদ্ধা আ. ক. ম মোজাম্মেল হক এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এঁর নাম অনুসারে **"বীর মুক্তিযোদ্ধা আ. ক. ম মোজাম্মেল হক জয়দেবপুর খাদ্য গুদাম"** নামকরনের প্রস্তাব সর্বসম্মতি সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ও জেলা প্রশাসক গাজীপুর |
| খ) গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন অধিভূক্ত বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান স্মরণীয় করে রাখার জন্য বিভিন্ন রাস্তার নামকরণের লক্ষ্যে ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের নিকট নামের তালিকা প্রদানের প্রস্তাব করা হয়। তাছাড়া কবি,সাহিত্যিক, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এবং সমাজসেবকসহ গুণীজনদের ওয়ার্ডভিত্তিক তালিকা প্রস্তুতের অনুরোধ জানানো হয়। নাম ফলক স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। | খ) বিস্তারিত আলোচনান্তে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের নামে রাস্তার নামকরণ, ফলক স্থাপন করার প্রাক্কলন প্রস্তুতসহ পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | |

**বিবিধ: ০৪) ব্যাংক হিসাব খোলা বিষয়ক আলোচনা ঃ**

| আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী শাখা/বিভাগ |
|---|---|---|
| প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা সভাকে জানান যে, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের হিসাব বিভাগের কার্যক্রম গতিশীল ও সার্বজনিন করার নিমিত্ত সিটি ব্যাংক লিঃ, গাজীপুর শাখা হিসাব নং ৩১০৩৪৯৬৮২৮০০১, ইস্যু তারিখ ঃ ০৩/০৩/২০২২খ্রিঃ, পূবালী ব্যাংক লিঃ, বোর্ড বাজার শাখা হিসাব নং ৪৮৩৯১০২০০০০৭০ ইস্যু তারিখ ঃ ০১/০৩/২০২২খ্রিঃ ২টি পৃথক একাউন্ট খোলা হয়। যাহার অর্থ লেনদেন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্ণিত সিটি ব্যাংক লিঃ ও পূবালী ব্যাংক লিঃ এর হিসাব খোলার ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের জন্য সভায় প্রস্তাব করা হয়।<br>তাছাড়া জাইকা প্রকল্পের ৩য় ফেজ এর জন্য টঙ্গীতে অবস্থিত রূপালী ব্যাংক লিঃ, টঙ্গী শাখায় ১টি হিসাব নাম্বার খোলার জন্য প্রস্তাব করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে সিটি ব্যাংক লিঃ ও পূবালী ব্যাংক লিঃ এর হিসাব খোলার ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের জন্য এবং রূপালী ব্যাংকের হিসাব খোলার বিষয়ে সভায় সম্মানিত সদস্যবৃন্দ একমত পোষণ করেন। | এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে আর্থিক লেনদেনের সুবিধার্থে জরুরী ভিত্তিতে বর্ণিত ২টি হিসাব নাম্বার খোলার ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদান এবং জাইকা প্রকল্পের ৩য় ফেজ এর জন্য টঙ্গীতে ১টি হিসাব নাম্বার খোলার অনুমোদন প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | হিসাব বিভাগ |

**বিবিধঃ ০৫) গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন কর্মচারী চাকরি বিধিমালা, ২০২৩ এবং তফসিল ১, ২ অনুমোদন সংক্রান্ত আলোচনা ঃ-**

| আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নে |
|---|---|---|
| গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের আইন কর্মকর্তা ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন কর্মচারী চাকরি বিধিমালা, ২০২৩ প্রণয়ন কমিটির সদস্য সচিব জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম সভাকে জানান যে, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের সাংগঠনিক কাঠামোতে প্রস্তাবিত ১৮৪৯ টি পদ রাজস্ব হতে অস্থায়ীভাবে সৃজন এবং (১৮৪৯-৭৮) = ১৭৭১টি পদের বেতন গ্রেড নির্ধারণসহ সাংগঠনিক কাঠামো সচিব কমিটির সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন হয়। তৎপ্রেক্ষিতে এস.আর ও নং-১৯৮ আইন/২০২৩ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশনের) আইন,২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন) এর ধারা ৬৬, ধারা ১২০ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বিধিমালা প্রনয়ণ কার্যক্রম চূড়ান্ত করা হয়। এই বিধিমালা "গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন কর্মচারী চাকরি বিধিমালা, ২০২৩" নামে অবহিত হইবে। এই বিধিমালা কর্পোরেশন সভায় অবহিত করণ এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণের নিমিত্ত উপস্থাপন করা হয়। কর্পোরেশন সভায় বিধিমালা পাঠ করে উপস্থিত সকল সদস্যকে শুনানো হয়। পঠন শেষে কয়েকজন সদস্য বিধিমালার বিভিন্ন পয়েন্টের উপর আলোচনা করেন। অতঃপর উপস্থিত সদস্যগণ এই বিধিমালাকে সময়োপযোগী ও সার্বজনিন বিধিমালা বলে আখ্যায়িত করেন এবং বিধিমালা প্রনয়ণ কমিটির সদস্যদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।<br><br>বিধিমালার নবম অধ্যায় বিবিধ এ বিশেষবিধান এবং প্রবিধান অন্তর্ভূক্ত করায় সকলকে ধন্যবাদ জানান। সাবেক পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ আমলে দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে নিয়োজিত এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক দৈনিক চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত কর্মচারীদের বেলায় নিয়োগ প্রক্রিয়া গ্রহণের শর্তাবলীর আওতায় বয়সসীমা শিথিল রাখার জন্য প্রবিধানে অন্তর্ভূক্ত করার জোড় দাবী জানান।<br><br>২০১৩ সালে ১৬ জানুয়ারী তারিখে সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও সাংগঠনিক কাঠামো গত ০৫/১২/২০২২ খ্রিঃ তারিখে ৪৬.০০.০০০০.০৭১. ২৮.০১০.২০২১-৭৬০ নং স্মারকমূলে চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া যায়। অনুমোদনে বিলম্ব হওয়ায় স্থায়ীভাবে জনবল নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি। দীর্ঘসূত্রিতার কারণে ইতোমধ্যে অনেকের চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা অতিক্রান্ত হয়েছে। আবার অনেকের বয়সসীমা অতিক্রম করার দাড়প্রান্তে এসে পৌছেছে। সম্পন্ন মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে বিষয়টি স্থায়ীভাবে প্রকাশিতব্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি এবং চাকরি বিধিমালায় শর্তাবলী অন্তর্ভূক্ত করে অনুমোদন আনার প্রস্তাব করা হয়। সভায় উপস্থিত সম্মানিত সকল সদস্য সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন।<br>গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন কর্মচারী চাকরি বিধিমালার সাথে তফসিল-১ বিধি-২ (৭) এ পদবি, গ্রেড, নিয়োগ পদ্ধতির শর্তাবলী সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন করা হয়েছে। যাহা সংশোধনী আকারে সদয় অনুমোদন এবং তফসিল-২ বিধি-২ (৬) এ তফসিল-১ এ উল্লিখিত কতিপয় পদের নিয়োগ পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নিরুপন করা হয়েছে। উহা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদনের প্রস্তাব করা হয়। | **সিদ্ধান্ত ঃ** সভায় বিস্তারিত আলোচনা পর্যালোচনান্তে "গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন কর্মচারী চাকরি বিধান, ২০২৩" প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক উত্থাপিত নিয়োগ বিধিমালা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন এবং স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণপূর্বক দ্রুততম সময়ের মধ্যে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অনুরোধ জানানো হয়। | প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সচিব এবং আইন কর্মকর্তা গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। |

**বিবিধঃ ০৬) মশার ঔষধ ক্রয় নর্দমা পরিষ্কার ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক আলোচনা ঃ**

| আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী শাখা/বিভাগ |
|---|---|---|
| গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এর ৫৭ টি ওয়ার্ডে ব্যাপক হারে মশার উপদ্রব বৃদ্ধি পাওয়ায় মশার ঔষধ প্রয়োগ করার জন্য এলাকাবাসী বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী, আধাসরকারী,স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এর কর্তৃপক্ষ, জনপ্রতিনিধিবৃন্দ কর্তৃক মাননীয় মেয়র (ভারপ্রাপ্ত) মহোদয় এর নিকট অনুরোধ করেন। এছাড়া মশা থেকে ডেঙ্গু, ফাইলেরিয়া, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ সৃষ্টি হয়। উক্ত কাজের জন্য ইতোমধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক ০২/০৬/২২ তারিখের ৪৬.০০.০০০০. ০৭০.০২.০০৩.২১.৫৯০ নং স্মারকে ১ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। জনসচেতনার জন্য প্রচার (লিফলেট, পোষ্টার, ষ্টিকার ছাপা) বাবদ প্রায় ৫০,০০০/- টাকা ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম (ড্রেন, নর্দমা) পরিষ্কার বাবদ প্রায় ৩৪,৫০,০০০/-টাকা খরচের ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদানের বিষয়ে আলোচনা হয়। উক্ত বরাদ্দ অপ্রতুল হওয়ার কারণে প্রযোজনীয়তা সাপেক্ষে আরো ২ কোটি টাকার মশার ঔষধ ক্রয়ের ভূতাপেক্ষ অনুমোদন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এসব বিষয় বিবেচনান্তে অতি জরুরী ভিত্তিতে PPR এর বিধি বিধান অনুসরণ পূর্বক DPM পদ্ধতিতে সরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ক্রয় করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। | সিদ্ধান্তঃ মশক ও ডেঙ্গু নিধন কীটনাশক ক্রয়ের কারিগরি কমিটির সুপারিশ অনুসারে PPR এর বিধি বিধান অনুসরণ পূর্বক সরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত অর্থে ৬৫ লক্ষ টাকা ঔষধ ক্রয় করা এবং উক্ত টাকা দিয়ে প্রয়োজনীয় মশার ঔষধ ক্রয় সম্পন্ন না হওয়ায় অতিরিক্ত আরো ২ কোটি টাকার মশার ঔষধ ও কীটনাশক ক্রয় করার ভূতাপেক্ষ অনুমোদন গ্রহণ করার বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | স্বাস্থ্য বিভাগ |

**বিবিধ: ০৭) রাস্তা ও ড্রেনের উন্নয়নে ক্ষতিগ্রস্থদের আর্থিক সহায়তা প্রদান বিষয়ক আলোচনা ঃ**

| আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী শাখা/বিভাগ |
|---|---|---|
| নির্বাহী প্রকৌশলীগণ সভায় জানান যে, রাস্তার ড্রেন ও ফুটপাত নির্মাণ উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বিভিন্ন স্থাপনা অপসারন, বাড়ী-ঘর, দোকানপাট, বাউন্ডারী ওয়াল অপসারণ, গাছ-পালা কর্তন করার প্রয়োজন হয়। উল্লিখিত কাজগুলো করতে ক্ষতিগ্রস্থদের আর্থিক ক্ষতিপূরণের আশ্বাস প্রদান করে প্রকল্প কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অঞ্চল ভিত্তিক ক্ষতিপূরণের প্রতিবেদনের আলোকে যথাসম্ভব ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য কর্পোরেশন সভায় প্রস্তাব করা হয়। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সম্মানিত সদস্যগণ বিষয়টি অতিব গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই স্পর্শকাতর বলে উন্নয়নের স্বার্থে ক্ষতিগ্রস্থদের প্রতিবেদন এবং আবেদনের প্রেক্ষিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্য সভাপতির নিকট অনুরোধ জানানো হয়। সভাপতি জানান যে, যেহেতু এ খাতে সরকারি বরাদ্দ নেই সেহেতু রাজস্ব তহবিল (নিজস্ব তহবিল) প্রাপ্তি সাপেক্ষে ক্ষতিগ্রস্থদের প্রতিবেদনের আলোকে আবেদনপত্র গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ/আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে। উপস্থিত সদস্যগণ সভাপতির সাথে একমত পোষন করেন। | সিদ্ধান্তঃ- এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীগণ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনের আলোকে প্রাপ্ত আবেদনের যৌক্তিকতা অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্থদের যথাসম্ভব আর্থিক সহায়তা প্রদান সামর্থ অনুযায়ী অব্যাহত রাখার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | প্রকৌশল ও হিসাব বিভাগ |

**বিবিধ: ০৮) শিল্প বাণিজ্যিক লাইসেন্স প্রদানে কিস্তিতে কর পরিশোধ সংক্রান্ত রাজস্ব বিষয়ক আলোচনা ঃ**

| আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী শাখা/বিভাগ |
|---|---|---|
| বর্তমান বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ নোবেল করোনা ভাইরাস, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, ডলার সংকট, এলসি খোলা সমস্যাসহ অর্থনৈতিক মন্দার কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যে স্থবিরতা দেখা দেয়। ফলে রাজস্ব আয় দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। ব্যবসায়ীগণ অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে রুগ্ন শিল্পে পরিণত হয়েছে। কিছু প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়ে পড়েছে। তাই বিশেষ বিবেচনায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের শিল্প ও বাণিজ্যিক লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে হোল্ডিং কর বকেয়াসহ হাল সন প্রযোজ্য বিশেষক্ষেত্রে (Section 17 taxation rules 1986 Long term close not ability pay this case demd. Debt from due demand) ৩/৪ কিস্তিতে পরিশোধ করতে সুযোগ প্রদানের প্রস্তাব করা হয়। তাছাড়া একই কারণে আবাসিক হোল্ডিং মালিকগণও রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আশানুরূপ বাড়ী ভাড়া পাচ্ছেন না। তাই আবাসিক হোল্ডিং মালিকদের চাহিদা ও ধরণ অনুযায়ী প্রযোজ্যক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনায় সীমিত আকারে কিস্তিতে কর পরিশোধের সুযোগ প্রদানের প্রস্তাব করা হয়। এ ছাড়াও ইতোপূর্বে কিস্তির মাধ্যমে হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় এবং লাইসেন্স প্রদান বিষয়ে ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের প্রস্তাব করা হয়। | সিদ্ধান্ত ঃ- সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে বৈশ্বিক কারণে অর্থনৈতিক মন্দার বিষয় সদয় বিবেচনায় এনে শিল্প, বাণিজ্যিক লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে হোল্ডিং করের বকেয়াসহ হাল সনের প্রযোজ্য বিশেষক্ষেত্রে কর ৩/৪ কিস্তিতে পরিশোধ করা এবং আবাসিক হোল্ডিং মালিকদের চাহিদা ও ধরণ অনুযায়ী প্রযোজ্যক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনায় সীমিত আকারে কিস্তিতে হোল্ডিং কর পরিশোধ করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এছাড়াও ইতোপূর্বে বিভিন্ন সময়ে কিস্তির মাধ্যমে হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় ও লাইসেন্স প্রদান বিষয়ে ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা |

**বিবিধ: ০৯) আরসিসি ড্রেন অপসারণ বিষয়ক আলোচনা ঃ**

| আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী শাখা/বিভাগ |
|---|---|---|
| নির্বাহী প্রকৌশলী অঞ্চল-১ সভায় জানান যে, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এর আওতাধীন পাগাড়-মরকুন সংযোগ রাস্তায় আরসিসি ড্রেন এর আউটফল জনসাধারণের জমিতে প্রবাহিত ছিল। জমির মালিক উক্ত জমি ভরাট করে ফলে আউটফল বন্ধ হয়ে যায়। এরূপ পরিস্থিতে জরুরী ভিত্তিতে পাগাড়-গোপালপুর-মরকুন কবরস্থান রাস্তায় আরসিসি ড্রেন নির্মাণ করা হয়। এর ফলে ড্রেনের পানি প্রবাহ সচল আছে এবং আউটফল অন্য একটি ড্রেনের সাথে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এমতপ্রেক্ষিতে পূর্বের আরসিসি ড্রেন অপসারণের বিষয়ে সভায় প্রস্তাব করা হয়। | সিদ্ধান্ত · ঃ-এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে পাগাড়-গোপালপুর-মরকুন কবরস্থান রাস্তায় নতুন আরসিসি ড্রেন নির্মাণ করার ফলে পানি প্রবাহ সচল হওয়ায় এবং পূর্বে নির্মিত ড্রেনের আউটফল বন্ধ হওয়ায় উহা অপসারণ করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | প্রকৌশল বিভাগ |

**বিবিধ: ১০) জাইকা এর অর্থায়নে গৃহিত প্রকল্পের জরিমানা মওকুফ সংক্রান্ত আলোচনা ঃ**

| আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী শাখা/বিভাগ |
|---|---|---|
| নির্বাহী প্রকৌশলী অঞ্চল-৫ সভায় জানান যে, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনে জাইকা এর অর্থায়নে গৃহিত Package No-ICGP BI GCC 05, Tender ID No-35960 এর ঠিকাদার UDC-MAQ (JV) বর্ণিত উপ-প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে সমাপ্ত না করার PPR এর বিধান অনুযায়ী বাতিল করা হয়। ৩০তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দীর্ঘ সূত্রতার কারণে ৩% (তিন) জরিমানা আরোপ করা হয়। ঠিকাদার প্রকল্পের শর্তের আলোকে বিধি অনুযায়ী প্রকল্পের নিয়োজিত Adjudicator বরাবরে ন্যায় বিচার পাওয়ার আবেদন করেন। Adjudicator সাহেব বিনা জরিমানায় কৃতকাজের বিল প্রদানের সুপারিশ করেন। সে আলোকে বিল পরিশোধ করা হয়। ঠিকাদারের উপর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক আরোপিত জরিমানা মওকুফ করার আবেদন করেন। পরিষদের সভায় উক্ত প্রকল্পের বিষয়ে Adjudicator এর সিদ্ধান্ত/সুপারিশের আলোকে কোন জরিমানা আরোপ না করায় সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক আরোপিত জরিমানার মওকফের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। | সিদ্ধান্ত ঃ-বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে প্রকল্পের নিয়োজিত Adjudicator এর মতামতের ভিত্তিতে আরোপিত ৩% জরিমানা মওকুফ করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | প্রকৌশল ও হিসাব বিভাগ |

**বিবিধঃ ১১) বিজ্ঞাপন/শুভেচ্ছা বিজ্ঞাপন বিল পরিশোধ বিষয়ক আলোচনা ঃ**

| আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী শাখা/বিভাগ |
|---|---|---|
| সভাপতি সভাকে জানান যে, মহান বিজয় দিবস ২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের অংশ হিসাবে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বিজ্ঞাপন বহুল প্রচারিত বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক এবং স্থানীয় দৈনিক, পাক্ষিক সাপ্তাহিক ইত্যাদি প্রত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করা হবে।<br>শুভেচ্ছা বিজ্ঞাপন বিল সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত হারে বিল গ্রহণের শর্তে সংবাদ কর্মীদের নিকট প্রদান করার প্রস্তাব করা হয়। এ বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। | কর্পোরেশন সভায় উক্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে বহুল প্রচারিত, প্রচার সংখ্যা ও পত্রিকার মান এবং গুরুত্ব বিবেচনা করে দাখিলকৃত বিল হতে শুভেচ্ছা বিজ্ঞাপন বিল সুপারিশ অনুযায়ী নির্ধারিত হারে পরিশোধ করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | জনসংযোগ শাখা |

সভার গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্ব-স্ব বিভাগকে পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০৭/১২/২২

আসাদুর রহমান কিরণ
মেয়র (ভারপ্রাপ্ত)
গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন

কার্যবিবরণী স্মারক নং ৪৬.১৯.০০০০.০০৪.০৬.১৬৫.২২.৬২৪

তারিখ ২২ অগ্রহায়ণ ১৪২৯
০৭ ডিসেম্বর ২০২২

**অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হ'ল ;**

১. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর
৩. কাউন্সিলর/সংরক্ষিত কাউন্সিলর (সকল), গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন,গাজীপুর
৪. বিভাগীয় প্রধান (সকল),গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন,গাজীপুর
৫. আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর
৬. মেয়র মহোদয়ের একান্ত সচিব, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর (মাননীয় মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৭. শাখা প্রধান (সকল) গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর
৮. জনাব .....
৯. অফিস কপি।

০৭/১২/২০২২

সচিব
গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন
গাজীপুর।